প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 331 Issue ● 10 December, 2021, Friday ● ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, শুক্রবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষা বাতিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। অবশেষে সমস্ত গুঞ্জনের সমাপ্তি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর সম্প্রচারিত এবং ছাপা হয়েছে যে, রাজ্যের বিমানবন্দর চত্বরে বহির্রাজ্য থেকে এসে পা রাখলেই করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এবার সেই গুজবকে নস্যাৎ করে দিয়ে সরাসরি 'অর্ডার' জারি করলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা। গত আট তারিখ রাতে নির্দেশিকাটিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। সেই নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয় স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতিক্রমে, আগামী দশ তারিখ থেকে দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে যেসব যাত্রীরা বিমানবন্দরে পা রাখবেন, তাদের কাউকেই আর করোনা পরীক্ষা করতে হবে না। ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে ওমিক্রনে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটিও। এমন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে

-O-R-D-E-R-

Sub:- Screening and COVID-19 testing for domestic incoming passenger- regarding.

As per approval of the competent authority it is hereby informed that from 10.12.2021 onwards all the domestic incoming passengers from any part of the Country has to produce the below documents for exemption of COVID-19 test at point of entry:-

i). Negative RT-PCR/TrueNAT/ CBNAAT Covid-19 report of 72 hours prior to journey.

OR

ii) Final COVID-19 Vaccination Certificate.

If any of the above document is not available then the concerned passengers have to undergo COVID-19 test at the point of entry. Strict implementation of foregoing instructions shall been ensured.It is issued in suppression of the earlier orders for domestic incoming passengers.

for Director of Family Welfare & PM
Govt. of Tripura,
Agartala

জারি হওয়া নির্দেশিকাটি বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন তুললেও, অবশেষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলো স্বাস্থ্য দফতর। নির্দেশিকাটিতে বলা হয়েছে, যেকোনও যাত্রী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন বিমান পরিষেবার মাধ্যমে। তবে, বিমানবন্দরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার আগে হয় দুটো করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে নতুবা, আরটিপিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট প্রয়োজন যা ৭২ ঘণ্টা আগে করা। তাছাড়াও ট্রু-নেট, সিবি-নেট রিপোর্টও বিমানবন্দরে গ্রাহ্য করবেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। নির্দেশিকাতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত চারটি বিষয়ের কোনটাই যদি কোনও যাত্রী না দেখাতে পারেন, তাহলে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাধ্যতামূলক করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। আগের সমস্ত নির্দেশিকাকে 'সাপ্রেস' করেই স্বাস্থ্য দফতর গত বুধবার রাতে নির্দেশিকাটিতে স্বাক্ষর করে। বৃহস্পতিবার সকালে এই নির্দেশিকা পৌঁছে যায় এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার রাজ্য কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জায়গা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

জিআরএস'রা বেতন পাচ্ছেন না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। সারা রাজ্যেই গ্রাম রোজগার সেবক (জিআরএস), রেগা কাজের অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রমুখের বেতন হয়নি। কয়েক হাজার মানুষ বেতনের জন্য বসে আছেন, মাসের দেড় সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত বেশ কয়েকজন জিআরএস এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে চুক্তিবদ্ধ ওই কর্মীরা এখনও টাকা পাননি। জিআরএস'রা বহু বছর ধরেই চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় আছেন। মাসের শেষে টাকাও পান তের হাজার টাকা। অন্যদেরও অবস্থা কম-বেশি একই রকম। 'ডাবল' কিংবা 'ট্রিপল' ইঞ্জিন হলেও তারা নিয়মিত হননি , যদিও নিয়মিত করার প্রতিশ্রুতি ছিল, আর এখন টাকাও পাচ্ছেন না। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে 'ফান্ড' নেই, তাই টাকা ঢুকছে না জিআরএসদের অ্যাকাউন্টে। "ফান্ড ট্রান্সফার অর্ডার (এফটিও) করা হয়েছে, কিন্তু টাকা এখনও ঢোকেনি। কী কারণে তা হচ্ছে না, বলতে পারছি না, " বলেছেন এক আধিকারিক। " শুনেছি টাকা নেই , তাই আমরা বেতন পাচ্ছি না," বলেছেন ধলাই ও গোমতী জেলার দুই জিআরএস। পশ্চিম জেলার প্রশাসনিক সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, দফতর থেকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে না,ফলে জিআরএস, প্রমুখরাও টাকা পাচ্ছেন না। কবে তারা টাকা পাবেন, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সিপাহিজলার এক জিআরএস জানাচ্ছেন যে তারা গত কয়েকমাস টাকা পেয়েছেন মাসের প্রথমেই, তবে এইরকম টাকা আটকে যাওয়া নতুন কিছু নয়, এরকম হয়েই থাকে। " নিয়মিত না হলে এরকম চলতেই থাকবে, আমরা এসব মেনেই নিয়েছি। ভেবেছিলাম আমাদের নিয়মিত করা হবে, কিছুই হয় না। দশ-এগারো বছর হয়ে গেছে আমাদের, এখন বেতন তের হাজার টাকা, এই টাকায় কি চলে !", হতাশা চেপে রাখতে পারেননি তিনি। রেগার মজুরি পাওয়া নিয়েও এই সরকারের আমলে বারে বারেই শ্রমিক অসন্তোষ হয়েছে। অফিস ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ, এইসব মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। রাস্তাঘাটের ভাঙাচোরা অবস্থা অনেক জায়গাতেই। জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ নিয়মিত ঘটনা এই রাজ্যে এখন। সরকারি চাকরির রাস্তা প্রায় বন্ধ। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে প্রক্রিয়া। আউটসোর্সিং করে দেওয়া হয়েছে অফিসে অফিসে লোক নেওয়ার পদ্ধতি। ডাবল ইঞ্জিনের ঢেকুর বেশ বড় বড় হলেও, মাসের দশ দিন পার হয়ে গেলেও সামান্য টাকার চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা সেই টাকাও এখনও পাননি। 'মডেল রাজ্যে' চলছে।

শিল্পবান্ধব ও বিনিয়োগ উপযোগী পরিমণ্ডল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিল্পবান্ধব ও বিনিয়োগ উপযোগী পরিমণ্ডল সুনিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে গুচ্ছ সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আনা হয়েছে সরলীকরণ। বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা-ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'র উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, রাজ্যে এই প্রথম এ ধরণের বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ইনভেস্টমেন্ট সামিটের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিনিয়োগকারীদের সুবিধার জন্য রাজ্যে শিল্প পরিকাঠামোর অনুকূল পরিবেশ ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তা প্রদানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। গতানুগতিক বাণিজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে সঠিক শিল্পক্ষেত্রের চয়ন ও তাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবনী এবং নতুন নতুন পন্থায় শিল্প বিকাশের বিশাল সুযোগ রয়েছে রাজ্যে। রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনায় দিকগুলি ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে শিল্পপতিদের আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইনভেস্টমেন্ট সামিটের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পপতি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

৮ ডাক্তারের কোভিড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শিলচর, ৯ ডিসেম্বর।। পাশের রাজ্য আসামের শিলচরে কোভিড সংক্রমণ চিন্তার কারণ হচ্ছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ'র আটজন ডাক্তার কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত হয়েছেন দুইদিনে। এই সংক্রমণের উৎস বোঝা যায়নি এখনও। তবে যারা পজিটিভ, তারা সবাই একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। চারজনের নমুনা ওমিক্রন ভ্যারাইটির কিনা, তা বুঝতে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। এই চারজনই সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। তিন সৌদি আরবে গিয়েছিলেন, একজন ফিনল্যান্ডে। ত্রিপুরার অনেকেই, বিশেষত উত্তর ত্রিপুরার মানুষ এই মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা করাতে যান। ট্রেনে প্রতিদিনই শিলচর-আগরতলা মানুষের যাতায়াত আছে। ট্রেনে যাত্রীদের নজরদারির বিশেষ কোনও ব্যবস্থাই নেই।

তৃণমূল ঠেকাতে প্রাক্তন কংগ্রেসিদের হাতেই ভার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম মেয়র-ইন-কাউন্সিল সাজানোর মধ্য দিয়ে যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পথ বেছে নিয়েছে বিজেপি। তৃণমূলকে যতই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখুক বিজেপি, প্রকৃতপক্ষে আগামী বিধানসভা পর্যন্ত তৃণমূল যে বিজেপির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করবে তা আগেভাগেই বুঝে গিয়েছেন বিজেপির ভোট ম্যানেজাররা। যে কারণে প্রকাশ্যে তৃণমূলের প্রতি তাচ্ছিল্য থাকলেও কার্যের পদ্ধতিতে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূলকে আটকানোই এখন দলের প্রধান কাজ। কোন্ পথে গেলে তৃণমূলের স্রোত আটকানো যাবে বিজেপি সেই অস্ত্রই ব্যবহার করেছে মেয়র-ইন-কাউন্সিল নির্বাচনে। এক্ষেত্রে দল যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করেই মেয়র-ইন-কাউন্সিল নির্বাচিত করেছেন। এখনও দফতর বণ্টন না হলেও বৃহস্পতিবার মেয়র-ইন-কাউন্সিল সদস্যরা প্রত্যেকেই শপথ নিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবেই কট্টর বিজেপি তথা আদি বিজেপিদের একঘরে পাঠিয়ে মেয়র-ইন-কাউন্সিল নির্বাচনে প্রাক্তন কংগ্রেসি তথা প্রাক্তন তৃণমূলিদেরকেই বড় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে করে এরাই মূলত ব্যারিকেড তৈরি করে তৃণমূলের স্রোত আটকে দিতে পারেন। আর এটা করতে গিয়ে মেয়রকে কোনও বেগই পেতে হয়নি। কারণ সমস্ত নাম এসেছে উপরমহল থেকে। যেখানে প্রত্যাশীদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে মেয়র-ইন-কাউন্সিলে যারা জায়গা পেয়েছেন এদের মধ্যে প্রায় সিংহভাগই কংগ্রেসি ঘরানা থেকে এসেছেন। এই তালিকায় কট্টর বিজেপি কাউকে স্থান দেওয়া হয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য একটাই- তৃণমূল ঠেকানো। মেয়র-ইন-কাউন্সিলে যারা জায়গা পেয়েছেন এদের মধ্যে সম্পা সরকার, হীরালাল দেবনাথ, হিমানী দেববর্মা, তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, বাপি দাস, উদয় ভাস্কর ভট্টাচার্য প্রত্যেকেই একসময় চুটিয়ে কংগ্রেস করেছেন। পরে বিজেপি করেছেন। এরপর তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে গেছেন। এদের প্রত্যেককেই মেয়র-ইন-কাউন্সিলের সদস্য করা হয়েছে। বিজেপি সূত্র বলছে, এটা দলের এক রণনীতি। কারণ, তৃণমূল ক্রমেই যেভাবে এগোচ্ছে এতে করে এদেরকে ঠেকাতে গেলে প্রাক্তন কংগ্রেসি এবং তৃণমূলিদের দিয়েই ব্যারিকেড গড়তে হবে। যে কারণে প্রাক্তন কংগ্রেসিদের হাতে আগরতলা পুর নিগমের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার এদের কাঁধে দায়িত্ব পড়বে তৃণমূল ঠেকানোর। শহরে কোনওভাবেই যাতে তৃণমূল দানা বাঁধতে না পারে। অর্থাৎ কংগ্রেস মনো ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মহাকেলেঙ্কারিতে ফেঁসেছে নিগম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে চলছে অভূতপূর্ব তুঘলকি কাণ্ড কারখানা। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েও অবৈধ ও রহস্যজনক ভাবে চেয়ারে আসীন নিগমের সর্বকালের বিতর্কিত ও অজস্র দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজ্য বিদ্যুতের এম ডি। যিনি প্রাক্তন হয়েও আবার বর্তমান। চুক্তি অনুযায়ী তাঁর দুই বছরের চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২৫ নভেম্বর,২০২১ইং। তার কাজকর্মে চূড়ান্ত অতিষ্ঠ রাজ্য সরকার এক সময়ে সিএমডি পদ অবনমন করে উনাকে এম ডি বানিয়ে দেওয়া হয়। না তিনি তাতে মোটেই লজ্জিত হননি। এটুকু আতে ঘাঁ লাগেনি বলেই হয়তো তিনি মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেন। যেন নাম নয়, শুধু কাজেই পছন্দ! কাজেই মনযোগী এই কর্মযোগী পুরুষ। বুঝালেন প্রত্যন্ত রাজ্যে সমাজসেবা করতেই তিনি এসেছেন। পদের জন্য তিনি লালায়িত নন। কাজ ভালোবাসেন বলেই দিব্যি মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও কাজ করে যাচ্ছেন? তবে, প্রশাসনের মুখ রক্ষা করতে গিয়ে ৬ ডিসেম্বর মহাকরণের অলিন্দ থেকে আগামী ৩১ জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বাড়িয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তবে খুব বেড়াতে ভালোবাসেন নাকি তাই নিগমের টাকা উড়িয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে হিল্লি দিল্লি, মহারাষ্ট্র করছেন! দু"বছর কালের টিএ বিলের হিসেবটা দেখলেই চক্ষু চড়কগাছ হবে রাজ্যবাসীর। তাঁর আমলেই রাজ্যের ইতিহাসে নিগমের কর্মীরা লাইনে স্বেচ্ছা অবসরে গেছেন। নিগমের পাঁচটি ডিভিশন তথা বারোটি সাব ডিভিশনকে তুলে দেওয়া হয়েছে বাইরের কোম্পানির হাতে। বলতে বাধা নেই পছন্দের কোম্পানির হাতে। তৈরি বাজারে এখন তারা আজ লেজ উঁচিয়ে সানন্দে মুনাফা কুড়িয়ে চলেছে। ত্রিপুরার বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের বঞ্চিত করে সিংহভাগ ম্যানেজার নিয়োগ করা হল বহির্রাজ্য থেকে। টিসিএস (টাটা কনসালটেন্সি) এর মতো দক্ষ ও খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থাকে বাদ দিয়ে মহারাষ্ট্রের অখ্যাত নবিশ কোম্পানিকে ডেকে কাজ দেওয়া হল নিগমের রাজ্যব্যাপী রেভেনিউ সিস্টেমকে। মুখথুবড়ে পড়েছে রাজস্ব। প্রতিদিন অজস্র সমস্যা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে নিগমের ফিল্ড লেভেলের সিনিয়র ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ত্রিপুরার তিন চেন্নাইয়ে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চেন্নাই, ৯ ডিসেম্বর।। গাঁজা চোরাচালানের অভিযোগে ত্রিপুরার তিন যুবককে তামিলনাড়ু পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আদালত তাদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। চেন্নাইয়ে তারা ধরা পড়েছেন। তাদের কাছে ২১ কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে বলে পুলিশ বলেছে। তোরাইপক্কম পুলিশ চেন্নাইয়ের আইটি করিডরে গাঁজার চোরাচালানের খবর পেয়ে তল্লাশিতে নামে। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার পি কে রবি'র নেতৃত্বে বিশেষ টিম তোরাইপক্কম'র ২০০ ফিট রোডে অভিযান চালায়। ভোররাতে তিনজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাদের কাছে ২১ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। কবির হুসেন, তাজিল ইসলাম এবং মইনুদ্দিন ভুঁইয়া নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা সিপাহিজলা জেলার। তারা সোলিঙ্গানালুড়ে ভাড়া থাকতেন, একটি হোটেলে কাজ করতেন। আদালত তাদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।

অনাদির বিরুদ্ধে অশালীনতার অভিযোগ ছাত্রীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ধলাইয়ের সহ জেলাধিপতি অনাদি সরকারের নামে এক কলেজ ছাত্রী অশালীন আচরণের অভিযোগ এনেছেন। ছাত্রীর বক্তব্য, ২৮ নভেম্বর রাতে তাদের বাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়। তখন তিনি বেরিয়ে এসে দেখতে পান যে অনাদি সরকার, তার ছেলে এবং অন্যান্যরা তাদের বাড়িতে তাণ্ডব চালাচ্ছেন। তিনি প্রতিবাদ করলে অনাদি সরকার তাকে অত্যন্ত কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেন। " আমি তার ছেলের থেকেও বয়সে ছোট, অথচ তিনি আমাকে এমন ভাষায় আক্রমণ করেছেন। আমি তাকে জেঠু বলেই ডাকি সব সময়। একজন মেয়েকে এমন বললে আর কী বাকী থাকে। আমি পড়াশোনা , টিউশন নিয়েই ব্যস্ত থাকি। কারও সাথে কোনও ঝামেলা নেই।" বলেছেন তিনি। অনাদি সরকার যে ভাষায় তাকে আক্রমণ করেছেন বলে অভিযোগ, তা ছাপার অযোগ্য। " বেশি শিক্ষিত হয়ে গেছিস", এমন কথাও অনাদি বলেছেন বলে তার অভিযোগ। ছাত্রীটি এইসব অভিযোগ বিজেপি'র নেতাদের কাছেই রেখেছেন। সুরমা এলাকায় পুর ভোটের ফল বের হওয়ার রাতে একাধিক বাড়িতে আক্রমণ হয়। আগুনে পোড়ানো হয় একটি দোকানও। আক্রান্ত বাড়িগুলি বিজেপি'র কর্মী ,সমর্থকের বাড়ি বলেই পরিচিত। বিজেপি মন্ডলের এক বিজেপি নেতা রক্তাক্তও হয়েছেন, মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাইও লেগেছে। তার অভিযোগ ছিল, নিজেরা টাকা 'পুঞ্জিভূত' করতেই কিছু বিজেপি নেতা এসব চালাচ্ছেন। অনাদি সরকার, তার দুই ছেলে, এক উপ গ্রামপ্রধান রথীন্দ্র দাস ও অন্যদের বিরুদ্ধে অন্তত দুইটি মামলা হয়েছে। বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে সভাও হয়েছে। সেখানে অনাদি সরকারকে ক্ষতিপূরণ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নবদম্পতির ছবি দুর্গের বারান্দায়

জয়পুর, ৯ ডিসেম্বর।। প্রেম থেকে সাতপাক, সবেতেই সিনেমার মতো ভরপুর রোমাঞ্চ চায় ফিল্মি তারকারা। দুই'র মিলমিশ আসলে জীবনকে যে অন্তত বিয়ের পিঁড়িতে চমক দিতে পারে, তা ক্যাটরিনা কাইফ'রাই বোঝাতে পারেন। এর আগে পথ দেখিয়েছেন নিক-প্রিয়াঙ্কা, বিরুষ্কা, দীপ-বীর। সে পথেই হাঁটলেন ভিক্যাটও। সেই বিয়ের গল্পেই এখন মজে দেশ-বিদেশের ভক্তরা। রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক বিয়ে। ভাবনাচিন্তা থেকে সবটা গুছিয়ে কার্যকর করার বিষয়টিতে যেন আগের বলিউডি বিয়েগুলোকে হার মানানোর প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার ফুল সাজানো পালকিতে ক্যাটরিনা আর ঘোড়ায় চড়ে ভিকি— নবদম্পতির এই ছবি দুর্গের এক বারান্দা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে আসমুদ্রহিমাচলের আনাচে-কানাচে। রাজস্থানের মাধোপুরের বিলাসবহুল এক হোটেলে আঁটোসাঁটো সুরক্ষায় নিজেদের 'জুটি' বলে ঘোষণা দিলেন ক্যাটরিনা কাইফ এবং তার স্বামী ভিকি। বলিউডের নববধূ ক্যাটরিনা বিশেষ দিনে লালে সেজেছেন। ভিকি সেজেছেন মাথায় পাগড়ি পরে। ভিকির গায়ে সোনার বোতাম দেওয়া একটি আইভরি সিল্কের শেরওয়ানি চুড়িদার। ক্যাটরিনার শরীর জুড়ে

লাল রঙের একটি ব্রাইডাল লেহেঙ্গা। বিয়ে হয়ে গেল ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফের। যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চলুক, জনসমক্ষে এসেই গেল বিয়ে-পরবর্তী ছবি। রাজস্থানের বিলাসবহুল হোটেলের বারান্দায় নবদম্পতির ঝলক। ছবি তুলেছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। লাল লেহেঙ্গা, গলায় মালা, মাথায় জড়োয়ার সাজ নববধূর। সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের পোশাকে সেজে উঠেছেন ক্যাটরিনা। ঘিয়ে রঙা শেরওয়ানি আর পাগড়িতে বরবেশে ভিকি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুই তারকা। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাজির আলোয় আলো হয়ে উঠেছে গোটা দুর্গ। নীচে অতিথিদের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রোগী মারার খেলায় ল্যাব, প্যাথলজিগুলো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের হাজার-হাজার রোগী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে কিছু অর্থলোভী ব্যবসায়ী। ল্যাবরেটরি এবং প্যাথলজিতে নিম্নমানের রক্ত পরীক্ষা সহ নানাবিধ পরীক্ষা করার নামে রোগীর পরিবারের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা লুটে নিচ্ছে এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সম্প্রতি একটি আইন কার্যকর হয় রাজ্যের ল্যাবরেটরি এবং প্যাথলজিগুলোকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য। প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব, প্রতিটি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা উক্ত আইনটিকে কার্যকর করার যে নানা কমিটি, তার সদস্য। উনাদের সকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই বেআইনিভাবে অর্থ উপার্জনে নেমেছে বিভিন্ন ল্যাব আর প্যাথলজি। বৃহস্পতিবার এমন একটি ঘটনা, প্রমাণ সহ এই পত্রিকা

জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দফতরের প্রধান সচিবকেও ড্যাম কেয়ার !

দফতরে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একেকটা ল্যাব বা প্যাথলজি যে রিপোর্ট রোগীর পরিবারের হাতে তুলে দিচ্ছে সেগুলো বাস্তবে কতটা গুণগতমান সম্পন্ন, তা নিয়েই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। আর এই সন্দেহ এবং প্রশ্ন করার বিষয়টি প্রতিদিন তীব্র আকার ধারণ করছে। কারণ একটাই, সরকারি আইনকে না মেনে পরিচালিত হচ্ছে অধিকাংশ ল্যাব এবং প্যাথলজি। শহরে ফাস্ট ফুডের দোকানের মতোই গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি ল্যাবরেটরি, প্যাথলজি এবং ক্লিনিকের ব্যবসা। ডাক্তার থাকুক ছাই না থাকুক, শহরের মোড়ে মোড়ে এখন রোগীদের অপেক্ষা একেকটি ল্যাব আর প্যাথলজিতে ক্রমবর্ধমান। শহরের যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারবাবুরা চেম্বারে বসে রোগী দেখেন, উনাদের মধ্যে সিংহভাগ রোগীকে সরাসরি বলে দেন, কোন্ প্যাথলজি বা ল্যাবে রক্ত কিংবা অন্য পরীক্ষাগুলো করাতে হবে। কারণ খুব সহজ। মাস শেষে একেকটি ল্যাব আর প্যাথলজি থেকে খামে করে নগদ অর্থ চলে যায় ডাক্তারবাবুদের কাছে। এসব ঘটনা তো শহরবাসী দেখছেন বা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু খবর হলো, 'দ্য ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিসমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট-২০১৮' ঘুণাক্ষরেও মানা হচ্ছে না এ রাজ্যে। শুধুমাত্র শহর নয়, রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা এবং মহকুমাতেই ল্যাবরেটরি বা প্যাথলজির রমরমা ব্যবসা। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সরকারের স্বাস্থ্য দফতরকে এতটাও পরোয়া না করে, দিনের পর দিন বেপথে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং প্যাথলজি ব্যবসা চালাচ্ছে। নতুন সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত রাজ্যে ল্যাবরেটরি এবং প্যাথলজিগুলো ১৯৭৯ সালের আইন মোতাবেক কাজ করতো। নতুন সরকার গঠনের পর ২০১৮ সালে 'দ্য ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিসমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট' চালু করে। ২০২১ সালে এই অ্যাক্টটি রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়ে গেজেট ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

ফাঁকির খেলা

এ যেন মহাভারতের ডায়ালগ। তোমাকে বাধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। পুর ও নগর নির্বাচন, বিজয় উৎসব, বিজয় মিছিলের মাঝে রাজ্যে কিন্তু করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি আসছে মৃত্যুর খবর। যদিও আগরতলা বিমানবন্দর বা চুরাইবাড়ি ছাড়া রাজ্যের কোথাও করোনা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোন বিধি-নিষেধ কিন্তু চোখে পড়ছে না। তবে বিমানবন্দর এবং চুরাইবাড়িতেও ফাঁকির খেলা চলে। অবশ্য সবচেয়ে বড় ফাঁকির খেলা চলছে রেলে। গোটা রাজ্যেই করোনা নিয়ে রাজ্য সরকারের তেমন কোন বিধি-নিষেধ বা সতর্কতা না থাকায় রাজ্যের মানুষও যেন ভুলে গেছে যে, করোনা এখনও খতম হয়ে যায়নি। এখনও প্রতিদিন রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন একাধিক মানুষ। মাঝে মাঝে মৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য স্কুল, কলেজ খোলা, বাজার-হাট খোলা সুতরাং করোনা নিয়ে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই অন্যভাবে এগোতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভারত করোনা মুক্ত দেশ নয়। এক্ষেত্রে গণ করোনা পরীক্ষা, যতটা সম্ভব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, প্রতিটি মানুষকে বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করা ইত্যাদি কিন্তু বিধি-নিষেধ ভীষণ প্রয়োজন। বুধবার তো রবীন্দ্রভবনে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অধিকাংশ নেতা-মন্ত্রীর মুখে মাস্ক নেই। বরং প্রাক্তন মেয়রকে দেখলাম মাস্ক পরে মঞ্চে ছিলেন। সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে কিন্তু এসব দৃশ্য চোখে পড়ে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রী, নেতা, আমলারা যদি প্রকাশ্যে মাস্কহীন থাকেন তাহলে আমজনতা তো এতে উৎসাহ পাবেই। করোনা যেহেতু শেষ হয়ে যায়নি, করোনা যখন এখনও এদেশে আতঙ্ক তখন প্রশাসনের উচিত এরাজ্যে করোনা ইস্যুতে খানিকটা হলেও কঠোর হওয়া। তা না হলে আগামী দিনে করোনা তাণ্ডব দেখাতেও পারে।

সতর্ক করল হু

● **তিনের পাতার পর** যা ডেল্টার ছিল না। ঘেব্রেইসুস বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। তবে বেশ কিছু এমন প্রমাণও মিলেছে, যাতে দেখা গিয়েছে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় ওমিক্রনে আক্রান্তরা কম অসুস্থ হয়েছেন।' তবে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তরা গুরুতর অসুস্থ না হলেও, নজরদারিতে সামান্য খামতিও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে বলে জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান। তিনি বলেন, 'এই সময়ে যে কোনও খামতিরই মাশুল দিতে হতে পারে প্রাণ দিয়ে, তাই অতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।' হু'র এমার্জেন্সি ডিরেক্টরও বলেছেন, 'দ্রুত এই ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ছে। ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থেকেও এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট অধিক সংক্রামক বলে মনে করা হচ্ছে। তাই মানুষ সাবধান না হলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।' ওমিক্রন আটকাতে ফাইজারের টিকা কতটা কার্যকর? হু'র মতে, 'এখনও তা নিয়ে পরীক্ষা চলছে। আমরা টিকাকরণেই জোর দিচ্ছি।' ফাইজার অবশ্য দাবি করেছে, তাদের বুস্টার ডোজ ওমিক্রনের বিরুদ্ধে কার্যকরী।

নতুন আইন আনার ভাবনা কেন্দ্রের

● **তিনের পাতার পর** কাজ হচ্ছে। তাতে সপ্তাহের কয়েকটা দিন বাড়ি থেকে এবং বাকি দিনগুলি অফিসে এসে কাজ করতে হচ্ছে কর্মীদের। কিন্তু ভারতে বাড়ি থেকে কাজ করার কোনও আইনি বিধি-নিষেধ নেই। করোনাকালের পরে এখন এই ব্যবস্থাকে আইনি করার ভাবনা এমনি এমনি নয়। কারণ, বাড়ি থেকে কাজ হওয়ায় অনেক সংস্থাই কর্মীদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি কাজ করাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য কোনও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিচ্ছে না। সংস্থাগুলির বক্তব্য, বাড়ি থেকে কাজ করার ফলে কর্মীরা অনেক বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন। যাতায়াতের সময় যেমন বেঁচে যাচ্ছে তেমনই খরচও কম হচ্ছে। অন্য দিকে কর্মীদের বক্তব্য, যেহেতু বাড়ি থেকে কাজ করানো হচ্ছে তাই কাজের কোনও সময়সীমা থাকছে না। এর থেকে অফিস করা ভাল। বাড়ি থেকে কাজের ক্ষেত্রে কিছু খরচ বৃদ্ধির কথাও বলছেন কর্মীরা। এর মধ্যে সবার আগে ইন্টারনেট বাবদ খরচ। এরপরে রয়েছে বিদ্যুৎ। কিন্তু এখনও বহু সংস্থাই কর্মীদের এই বাবদ অতিরিক্ত কোনও অর্থ দেয় না। জানা গিয়েছে, কেন্দ্র যে আইনি বিধি-নিষেধ তৈরির কথা ভাবছে তাতে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট বাবদ কর্মীরা যাতে অবশ্যই টাকা পান সে বিষয়টিও দেখা হবে। কোন ক্ষেত্রে কেমন নিয়ম চালু করা যায় তা ঠিক করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গেও কেন্দ্র কথা বলছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যেহেতু আগে থেকেই বাড়িতে কাজ পদ্ধতি চালু ছিল তাই সেখানে অনেক নিয়ম এমনিতেই রয়েছে। এখন কেন্দ্রের লক্ষ্য, সব ক্ষেত্রকেই একটি নিয়মে বাঁধা হোক। তবে কবে সেই নিয়ম কার্যকরের কথা কেন্দ্র ভাবছে সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি।

মহুয়াকে কড়া বার্তা মমতার

● **ছয়ের পাতার পর** মতপার্থক্য চলবে না। সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে। এটা আমি বলে গেলাম।" মহুয়া পাল্টা কিছু বলেননি। তিনি নীরবেই নেত্রীর বক্তব্য শোনেন। প্রসঙ্গত, এর আগে অসীম সাহা ছিলেন পুরপ্রধান। বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর পুর প্রশাসক হন নরেশ। প্রশাসনিক বৈঠকে তিনিই ছিলেন। অন্যদিকে, জয়ন্ত সাহা হলেন কৃষ্ণনগর উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। কয়েকদিন আগে কৃষ্ণনগরে জয়ন্ত এবং নরেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে কিছু পোস্টার পড়ে। সেই পোস্টার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ইউটিউবেও সেই পোস্টারের ছবি দেওয়া হয়। অভিযোগ, তৃণমূলেরই একটি অংশ ওই পোস্টার দেওয়ার পিছনে ছিল। আরও অভিযোগ, মহুয়া ওই অংশকে প্রচ্ছন্ন মদত দিয়েছিলেন। যদিও মহুয়া সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আলোয় ভুবন ভরা

● **ছয়ের পাতার পর** দেখতে পান, আলোর কিছু পরিঘটনা তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে খুব ভালো মতো ব্যাখ্যা করা যায়। আবার কিছু পরিঘটনা ব্যাখ্যার জন্য কণা তত্ত্ব অপরিহার্য। তাহলে আলোর চরিত্র আসলে কী? আলো কি চরিত্রহীন? তা কি কণা, নাকি তরঙ্গ। অনেক তর্কবিতর্কের পর পদার্থবিদরা একসময় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, আলো দুটো চরিত্রের, অর্থাৎ একই সাথে কণা এবং তরঙ্গ।

বিশ শতকের কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাধ্যমে আরও চমকপ্রদ কিছু ব্যাপার আবিষ্কৃত হল। দেখা গেল, ইলেকট্রনের মতো দৃঢ় বস্তুও শক্তি তরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে। ব্যাপারটা উদ্ভট সন্দেহ নেই, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটাই নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ফোটন বা ইলেকট্রনের মতো কোন অতি পারমাণবিক কণার অবস্থান নির্ধারণ করতে বিজ্ঞানীরা যখন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তখন দেখা যায় তারা কণার মতো আচরণ করছে। কণারা যেমন একইসঙ্গে একটা ছিদ্র দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, একইসাথে দুটো ছিদ্র দিয়ে যেতে পারে না, ফোটন ও ইলেকট্রনও ঠিক তেমনই আচরণ করে। কিন্তু ফোটনদের নিদিষ্ট অবস্থান মাপা হয় না, তখন তাদের তরঙ্গের মতো আচরণ করতে দেখা যায়। সে সময় ডাবল স্লিট বা দ্বিচির পরীক্ষায় পাশাপাশি দুটো ছিদ্র দিয়ে ফোটনদের চলাচল করতে দেখা যায় এবং ছিদ্রের উল্টো পাশের দেয়ালে তারা একটা ব্যতিচার নকশা তৈরি করে। একমাত্র তরঙ্গের ক্ষেত্রেই কাজটা করা সম্ভব।

কাজেই এসব দেখে মনে হয়, আলোর অস্তিত্ব তরঙ্গ হিসেবে নাকি কণা হিসেবে পাওয়া যাবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের মনের ওপর। বস্তুকণার ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। আপনি যা দেখছেন, তা নির্ভর করে, কীভাবে দেখছেন এবং কী জানেন, তার ওপর। বেশিরভাগ পদার্থবিদ এখন মনে করেন, কোন ফোটন বা ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশন ধসে যাওয়ার জন্য মানুষের চেতনা অপরিহার্য, যাতে তা কণা হিসেবে একটা নিদিষ্ট অবস্থান দখল করতে পারে। তা না হলে, সেটা কেবলই তাত্ত্বিক বস্তু, যার কোন অবস্থান বা গতি নেই।

এক শ বছর আগেও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে আমরা বুঝতাম, পরমাণু ও ফোটনসহ সকল বস্তুর অস্তিত্ব একদম স্বাধীন, আমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আধুনিক ধারণা আগের সেই চিন্তাভাবনা পাল্টে দিয়েছে। এখন আমরা জানি, ফোটন বা ইলেট্রনের অস্তিত্বের জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণ করা একান্ত জরুরি। কেমন ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার!

এর ফলে নতুন কিছু ভূতুড়ে প্রশ্নও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে পদার্থবিজ্ঞান জগতে। কোন বিড়াল যদি কোন ইলেকট্রন পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে কি তার ওয়েভ ফাংশন কলাপস করে বা ধসে যায়? তারপর ইলেকট্রনটা বাস্তব কণায় পরিণত হয়? মানুষ যদি না থাকত, তাহলে কি ফোটন সবসময় তরঙ্গের মতো আচরণ করতো? কখনও বিচ্ছিন্ন কণার মতো আচরণ করতো না? উত্তর হল, আমরা জানি না। কিংবা 'হ্যাঁ'-ও বটে। কিন্তু সেটা যে বিস্ময়কর ব্যাপার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই উদ্ভট ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। এক শতাব্দী আগে আমরা যদি শনাক্ত করতাম যে সামান্য কিছু আলো (কিংবা কোন ভৌত কণা) একটা যন্ত্রে এসে পৌঁছেছে, যার মাধ্যমে তার আসার দিক বা গতিপথ মাপা সম্ভব, তাহলে আত্মবিশ্বাসের সাথে তার নিশ্চিত পথ নির্ধারণ করতাম। কিন্তু এখন তা ভাবার আর জো নেই। বর্তমানে আমরা শুধু একটু বলতে পারি, আমরা পর্যবেক্ষণ করার আগ পর্যন্ত ওই আলোর কোন দিক বা গতিপথ ছিল না। সত্যিকার ফোটন বা ইলেকট্রন বা অন্য কিছু হিসেবে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং তার পর্যবেক্ষণকৃত অস্তিত্বই একমাত্র অস্তিত্ব। পর্যবেক্ষণের কারণেই বাস্তবতা মূর্ত হয়। কোন কিছুই আসলে নিদিষ্ট নয়। পদার্থবিদ জন হুইলার একবার বলেছিলেন, 'কোনো ঘটনা যতক্ষণ না পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ সেটা বাস্তব কোনো ঘটনা নয়।'

তাই আলোর রহস্য ভাঙতে গিয়ে আমরা এখন আরও গভীর রহস্যের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। সেটা উদঘাটনের জন্যই এখনও কাজ করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। দেখা যাক, সে রহস্যে আলো ফেলা যায় কিনা।

হাজারেতে লড়াই কঠিন বাংলার

● **সাতের পাতার পর** রোহিতকে (০) কম রানে ফেরালেও পুদুচেরির ইনিংস টানতে থাকেন পবন দেশপান্ডে (অপরাজিত ৬২) এবং পরস ডোগরা (অপরাজিত ৪১)। ৩০ ওভারে পুদুচেরির স্কোর যখন দু'উইকেটে ১৩২, তখনই বৃষ্টি নামে। তা আর থামেনি। ভিজেডি নিয়মে পুদুচেরির লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১২৫, যে রান তারা ইতিমধ্যেই তুলে ফেলেছিল। ফলে জিতে যায় তারা। একদিনের বিরতির পর বাংলার পরের ম্যাচ সৈয়দ মোস্তাক আলি ট্রফি জয়ী তামিলনাড়ু এবং মুম্বইয়ের বিপক্ষে। পরের দু'টি ম্যাচই কঠিন হতে চলেছে সুদীপের দলের কাছে।

উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা

● **ছয়ের পাতার পর** তাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখার প্রধানের মাথায় বসানোর সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, সামরিক রীতি মেনে স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক হিসেবে এমন এক জনকে বেছে নেওয়া প্রয়োজন যিনি পদমর্যাদায় তিন বাহিনীর কোনও একটিতে সর্বাধিনায়ক ছিলেন বা ন্যূনতম 'ফোর স্টার শ্রেণির' অফিসার হিসেবে অবসর নিয়েছেন। বলভদ্র এখনও 'তিন তারা' জেনারেল। কপ্টার দুর্ঘটনায় সেনা সর্বাধিনায়ক রাওয়াতের মৃত্যুর পর বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির জরুরি বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী মোদির ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের পাশাপাশি ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেখানে দেশের দ্বিতীয় সেনা সর্বাধিনায়ক পদের সম্ভাব্য নাম হিসেবে নরবণে এবং ভদৌরিয়াকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর।২০১৯ সালে স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর সমন্বয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 'সিঙ্গল পয়েন্ট অ্যাডভাইজর' হিসেবে সেনা সর্বাধিনায়ক পদ গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সংশোধিত সেনা বিধি অনুযায়ী সেনা সর্বাধিনায়কের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রয়াত রাওয়াত। তিন বছর কাজ করার পর ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্থলসেনা প্রধানের অবসর নেওয়ার কথা ছিল রাওয়াতের। তার এক দিন আগে দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক পদে তাঁকে নিযুক্ত করে মোদি সরকার। সে ক্ষেত্রে গত ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নেওয়া ভদৌরিয়াকে ফের ফেরানো হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে প্রাক্তন সেনাকর্তাদের।

হতে চলেছে অভিনব ঘটনা

● **সাতের পাতার পর** টেস্ট ম্যাচ হবে। বৃহস্পতিবার হকলি এক রেডিয়ো চ্যানেলে বলেছেন, "অনেকেই টেস্ট আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। বিস্তারিত এখনই কিছু আমরা জানাতে পারছি না। তবে খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে সরকারি ঘোষণা করা হবে। প্রত্যেক স্টেডিয়ামকেই আমি সমান সুযোগ দিতে চেয়েছি। এ বার আমার প্রস্তাব জানাব বোর্ডকে।"গত কয়েক মাস ধরেই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে চলেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু দীর্ঘদিনের আলোচনার পরেও কোনও রফাসূত্র বেরোয়নি। সেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে টেস্ট আয়োজনে নারাজ সংশ্লিষ্ট সরকার।

প্রতিবাদ অব্যাহত

● **চারের পাতার পর** এ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান, বেসরকারি পুঁজিকে বিদ্যা ব্যবসার সুযোগ দিতেই এই নীতি। শিক্ষার অধিকার থেকে নতুন ও ভবিষ্যত পড়ুয়াদের ঘোর পথে বঞ্চিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিদ্যাব্যবসায়ীরাই শিক্ষক নিয়োগ করবে। তার স্কুলগুলিতে চুক্তিভিত্তিকই শিক্ষক নিয়োগ করবে। শিক্ষকতার চাকরিতে অনীহা আসবে। সরকারি শিক্ষক নিয়োগ সংকোচিত হবে। ক্রমশ বন্ধ হবে। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সব মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু সম্বিৎ ফিরছে না রাজ্য সরকারের। তবে তারা সরকারের কাছে ফের একবার দাবি করেছে সরকার যেন সিদ্ধান্ত বদল করে।

শহরে আগুন রহস্য

● **আটের পাতার পর** - নিয়ন্ত্রণে না গেলে এসব বাড়িও ক্ষতি হতে পারতো। দমকল কর্মীদের ধারণা শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে। বিল্ডিংয়ের ভেতর মানুষ ছিল না। তবে কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ের ভেতরের অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন দমকল কর্মীরা। পরিকল্পনা ছাড়া এই বিল্ডিং নিয়ে রিপোর্ট দেবেন বলেও সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মোহন দেববর্মা। তিনি জানান, অন্ততপক্ষে দেড় মিটারের দুটি দরজা-সহ সিঁড়ি থাকতে হয়। এছাড়া ভেতরে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য সিলিন্ডারও রাখা জরুরি। কিন্তু কিছুই ছিল না ভেতরে। যে কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর আগে ভেস্টিজের বিল্ডিংয়ের পাশেই একটি নিরামিষ হোটেল ছিল। ওই হোটেলটিও আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল। এবার ভেস্টিজের বিল্ডিংয়েও আগুন লাগলো। তবে বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থার বিল্ডিংটি পরিকল্পনা ছাড়াই শুরু করা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। পুর নিগমের কোন অফিসারকে ঘুস খাইয়ে এই বিল্ডিংয়ের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা তাও তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে।

টিপিএস-এ উন্নীত ৭৮ অফিসার

● **আটের পাতার পর** - পদোন্নতি ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য প্রশাসন অ্যাডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবাই টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি পেলেন। টিএসআর'র সুবেদারদের মধ্যে টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি পেলেন দুলাল সরকার, বিপ্লব কুমার দেব, কমলাকান্ত সিন্‌হা, প্রদীপ রায়, প্রণব দত্ত, প্রাণতোষ দাস, ঝুটন বিশ্বাস, অমল দেববর্মা, মতো অফিসাররা। ইন্‌সপেকটরদের মধ্যে শিপ্রা বৈদ্য, শশী মোহন দেববর্মা, অজয় দেববর্মা, নিত্যানন্দ সরকার, মুকুলেন্দু দাস, বিশ্বজিৎ সরকার, প্রণব দাস, দেবাশিস সাহা, সৌমেন সরকার, পৌষধন রূপিনী, জয়ন্ত কুমার রায়, অমল চক্রবর্তী, ফিরোজ মিয়া'র মতো অফিসাররা আছেন। কয়েক মাস আগেই রাজ্য পুলিশে টিপিএস গ্রেড টু অফিসারদের অ্যাডহক পদোন্নতি হয়েছিল। কিন্তু বহু অফিসারকে এখনও পদোন্নতি অনুযায়ী পোস্টিং দিতে পারেনি রাজ্য পুলিশ। এর মূল কারণ ছিল ডিএসপি পর্যায়ে অফিসারদের সংকট থাকায়। এবার ৫৫জন অফিসারের পদোন্নতি হওয়ায় এনসিসি, আমতলির মতো এসডিপিও পদে থাকা অফিসাররা নতুন পদোন্নতি পাবেন। একই সঙ্গে রাজ্যের বেশিরভাগ থানা নতুন ওসি পেতে চলেছেন। এরা সবাই ইনচার্জ ইন্‌সপেকটর হিসেবে আগেই পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

নাগরিকদের অবরোধ

● **আটের পাতার পর** - ব্যবস্থার উপর নাগরিকরা কোনোভাবেই ভরসা রাখতে পারছেন না। তবে কদমতলা থানার ওসি এদিন নাগরিকদের আশ্বস্ত করেছেন যথা শীঘ্রই চোর ধরার বিষয়ে তারা কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আক্রান্ত মহিলা

● **আটের পাতার পর** - হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রতিবেশী মহিলা এবং তার ছেলের হাতে আক্রান্ত হয়ে রত্না দাস জানান, তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়েছে। আহত মহিলার এক আত্মীয় জানান, অভিযুক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে কি কারণে আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা এখনও জানা যায়নি।

পরীক্ষা বাতিল

● **প্রথম পাতার পর** গুলোতে। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব, এনএইচএম'র মিশন ডিরেক্টর, স্টেট সার্ভিল্যান্স অফিসার সহ ৮টি জেলার ৮ জন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছেও। তাছাড়া এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে ৮ জেলার জেলাশাসকের কাছেও। সংশ্লিষ্ট মহল ধারণা করছে, এই নির্দেশিকার ফলে এখন বিমানবন্দরে বিমানযাত্রীরা খানিকটা হলেও দুশ্চিন্তা মুক্ত হলো।

কংগ্রেসিদের হাতেই ভার

● **প্রথম পাতার পর** ভাবাপন্ন এবং একসময়কার তৃণমূল মনোভাবাপন্ন সাধারণ মানুষেরা যাতে কোনওভাবে এদের পাল্লায় না পড়েন, সে জন্য প্রাক্তন কংগ্রেসিদের হাতেই শহরের দায়িত্ব তুলে দিয়ে বুঝানো হয়েছে, শহরবাসী তাদের হাতেই ভালো থাকবেন। কোনও কারণে আগরতলা শহর পরিচালনা নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ এলে এর মোকাবিলাও করতে হবে প্রাক্তন কংগ্রেসিদেরকেই। শহুরে মানুষও বিজেপির উপর রাগ করার আগে তাদের অতি পরিচিত কংগ্রেসিদের মুখের দিকেই তাকাবেন। মূলত এ কারণেই কট্টর বিজেপি পন্থী ছেড়ে কংগ্রেস পন্থীদেরকে মেয়র-ইন-কাউন্সিলের সদস্য করা হয়েছে। অন্তত এমনটাই মত কৃষ্ণনগরের।

নবদম্পতির ছবি দুর্গের বারান্দায়

● **প্রথম পাতার পর** ভিড়। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, কাচের কাজ করা পাল্কিতে মণ্ডপে এসেছেন ক্যাটরিনা। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল কনের পাল্কি। সাদা ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে এসেছিলেন ভিকি। শিশমহলের ভিতরে বিয়ের অনুষ্ঠান। হলুদ, কমলা, গোলাপি পর্দা ঘেরা রংবাহারি মণ্ডপে। মণ্ডপের চার দিকে তাঁবু খাটানো হয়েছিল অতিথিদের জন্য। সঙ্গে ছিল জমাটি ভুরিভোজ। ৮০ কেজি ওজনের ১০ ধরনের মিষ্টি এসেছে তারকাদের বিয়েতে। কাটা হয়েছে চার লক্ষ টাকার কেকও। তা ছাড়া মেওয়া কচুরি, গোঁদ পাক, ডাল বরফি, গুজরাটি বাখলয়া, কাজু পান, চকো বাইটের মতো একাধিক মিষ্টি ছিল অতিথিদের জন্য। আনা হয়েছিল ১০০টি করে শিঙারা এবং ধোকলা। কাবাব, মাছের থালি থেকে রাজস্থানি ডাল বাটি চুরমা, ১৫ রকমের ডাল ছাড়াও বিদেশ থেকে এসেছে ফল-সবজি।

অনাদির বিরুদ্ধে অশালীনতার অভিযোগ ছাত্রীর

● **প্রথম পাতার পর** দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অনাদি সরকারের নেতৃত্বেই আক্রমণ হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা নেই। অনাদি সরকার বিধায়ক পদে প্রার্থী হওয়ার দাবিদার। বিজেপি'র অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলেই এইসব আক্রমণ বলে অভিযোগ। বিরোধীদের অফিস, বাড়ি, দোকানে আক্রমণ এই আমলে নতুন কিছু নয়। বিরোধীরা পুলিশি নিস্ক্রিয়তার কথা বারে বারেই বলছেন। আদালতেও গড়িয়েছে এই অভিযোগ। কমলপুরেই আশি বছরের এক সিপিআই(এম) নেতাকে রাস্তায় ফেলে মারপিট করেছে বিজেপি'র ঝান্ডাধারীরা। পতাকার বাঁশ দিয়েই পেটানো হয়েছে। সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, পুলিশ-টুঁ শব্দটি করেনি। পুলিশ নিজেও কোথাও কোথাও কিল খেয়ে কিল হজম করেছে। পুলিশের থানা একই দিনে দুইবার আক্রান্ত হলেও পুলিশ কিছুই করেনি , পিঠে হাত বুলিয়ে ফেরত পাঠাতে চেয়েছে। এখন বিজেপি'র লোকজনই বিজেপি'র অন্য লোকেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আনছেন।

মহাকেলেঙ্কারিতে ফেঁসেছে নিগম

● **প্রথম পাতার পর** ম্যানেজারগণ। বিল পাচ্ছে না গ্রাহকরা। বিল জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন গ্রাহকরা ।এখন প্রশ্ন উঠছে, কোন বাহুবলে কেলে সাহেব ২৫ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর অবধি নিগমের কাজ চালিয়ে গেলেন। নিগমের সর্বস্তরের কর্মীমহলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন কখন আপদ বিদায় হবে। কিন্তু দেখা গেল মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও নিয়মিত অবৈধভাবে আসা-যাওয়া করছেন নিগমের প্রাক্তন এম ডি! প্রশ্ন, কিভাবে এটা সম্ভব! কোনও ধরনের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত কিংবা অর্ডারও কেউ দেখেনি! কাক-পক্ষী টের পেলনা তিনি কোন্ বিশেষ ও অদৃশ্য সবুজ সংকেতে থেকে গেলেন! নিয়মিত নিগমের প্রধান কার্যালয়ে আসা-যাওয়া শুধু নয়, নানা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সরকারও তাকে নানা মিটিং এ পাঠাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে পাঠিয়ে বিদ্যুৎ বিক্রির চুক্তি নবীকরণ করে এলেন! এনইআরএলডিসি র মিটিং এ গুয়াহাটি গেলেন। কাগজপত্রে সইসাবুদ করছেন! কথা হল কিভাবে? রাজ্য সরকারেরই বা দূর্বলতা কোথায়? কেন মন্ত্রীর ফাইলে বর্তমান এমডির পুনর্নিযুক্তির প্রপোজাল দু"দুবার বাতিল হয়ে এম ডি নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেবার সিদ্ধান্ত থাকলেও আজও কেন বিজ্ঞাপন বের হয়নি? নিয়োগে কিছুদিন সময় লাগলেও সেক্ষেত্রে বর্তমান কারিগরি অধিকর্তাও এই স্বল্পসময়ে দায়িত্ব সামালতে পারতেন। রয়েছে জিএমও। প্রশ্ন হাজারও। সবই রহস্যময়। শোনা যাচ্ছে, শুধু মধু ভান্ডারের লোভেই তিনি মরিয়া। যেন তেন প্রকারেণ তার এক্সটেনশন চাই। রাজ্য নিগমে যেমন কোটি কোটি টাকার কাজ চলছে তেমনি খুব নিকট ভবিষ্যতেও আসছে হাজার কোটি টাকার উপর কাজ। যেগুলোর টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চলছে। শীঘ্রই চুক্তিপত্র তৈরি হবে। অভিযোগ, এই চুক্তিপত্রের মধু পান করতেই নাকি তিনি পড়ে আছেন মাটি কামড়ে। এও শোনা যাচ্ছে, প্রাপ্তির ষোলকলা পূর্ণ করেই তবে তিনি রাজ্য ছাড়বেন। যেদিন একই সঙ্গে নিগমের অন্তর্জলী যাত্রাও দেখবে রাজ্যবাসী।

খেলায় ল্যাব, প্যাথলজিগুলো

● **প্রথম পাতার পর** নোটিফিকেশনে পরিণত হয়। তাতে বলা হয়, শহর এবং রাজ্যের প্রত্যেকটি ল্যাব বা প্যাথলজি চালানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে যে, প্রতিটি ল্যাব, প্যাথলজি এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এমবিবিএস স্তরের একজন সুপারভাইজার ডাক্তার থাকতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক। কোন্ রোগীর কি পরীক্ষা হচ্ছে, নিয়ম কতটা মেনে সেই পরীক্ষা হচ্ছে, পরীক্ষার সময় গুণগতমান কতটা মানা হচ্ছে — ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন সেই সুপারভাইজার ডাক্তার। কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ল্যাব বা প্যাথলজিতেই সুপারভাইজার ডাক্তারের নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই। বৃহস্পতিবার এমন একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এলো। এক রোগী শহরের নবজীবন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব থেকে হিমোগ্লোবিন পরী

১৪ নতুন আক্রান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। করোনায় নতুন করে ১৪জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০জনই পশ্চিম জেলার। বাকিরা গোমতী, দক্ষিণ এবং ঊনকোটি জেলার। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৯৮২ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৩৯১ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। ারটিপিসিআর-এ ৭জন পজিটিভ শনাক্ত হন। অন্যদিকে অ্যান্টিজেনে আরও ৬০জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার দশমিক ৪৭ শতাংশ। এই সময়ে করোনা মুক্ত হয়েছেন আরও ৬জন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮৮জনে। এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত ৮২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ হাজার ৪১৯জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এই সময়ে মারা গেছেন ১৫৯ আক্রান্ত।

রাজ্যে আসছেন অনুরাগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুরাগ ঠাকুরের সাথে তাঁর সরকারি আবাসে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। দিল্লি সফরকালের এ সাক্ষাৎপর্বে সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যের ক্রীড়া জগতের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে। দীর্ঘসময় রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতিকল্পে কী কী করা যায় সেগুলো বিস্তারিতভাবে তোলে ধরেন সুশান্ত চৌধুরী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর সুশান্ত চৌধুরীর দাবিদাওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। একথা জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ত্রিপুরা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি শীঘ্রই ত্রিপুরা সফরে আসবেন বলে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বিপ্লবী যুব সংগঠন'র সম্মেলন

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। আগামী ১১-১২ডিসেম্বর ঝাড়খন্ড রাজ্যের ঘাটশিলাতে বিপ্লবী যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-এর তৃতীয় সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের ২৪ টি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। ত্রিপুরা থেকেও ১৫ জন যুবক-যুবতি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। এ সম্মেলন এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যখন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গভীর সংকটে নিমজ্জিত। তীব্র বেকার সমস্যা যা গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। একদিকে দেশের ৮৩ কোটি লোক যাদের দৈনিক আয় মাত্র ২০ টাকা, অন্যদিকে দেশের শীর্ষ সম্পদশালী ব্যক্তির আয় ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা। কোভিড ১৯ পরিস্থিতির শেষ তিন মাসে প্রায় ১১ কোটি লোক কাজ হারিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা বিএসএনএল, বিমা, কয়লাখনি, বিমানবন্দর, ব্যাংক দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিকট স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে কর্পোরেট নির্ভর ভারত বানানোর প্রয়াস করছে। শুধু তাই নয়, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার, সাম্প্রদায়িক হিংসা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কবলে যুব সমাজ আজ বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি মোদি সরকার তিনটা কৃষি আইন চালু করে কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোরেটদের হাতে কুক্ষিগত করতে চাইছিল। কিন্তু দেশের কৃষকরা এক বছর ধরে সারা দেশব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করেছে। কৃষকদের এই আন্দোলন দেশের ছাত্র যুবক শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে যে মানুষের অধিকার রক্ষা করতে আন্দোলনই একমাত্র পথ। তাই এ যুগের অন্যতম মার্কবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দাবি করছে---কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন দফতরে থাকা শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, কোন শূন্যপদ বিলুপ্তি ঘটানো চলবে না, সকল বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা প্রদান করতে হবে, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, নারী নির্যাতন ও অপসংস্কৃতি রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানান।

বিএসএফ'র সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ ডিসেম্বর।। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের হানাদার থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে যে সমস্ত ভারতীয় বিএসএফ জওয়ানদের অবদান ছিলো তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বৃহস্পতিবার সাব্রুম আনন্দ পাড়া মৈত্রী সেতু সংলগ্ন ৯৬ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফের উদ্যোগে ফেণী নদীর উপর ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী সেতুতে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসকে সামনে রেখে দু'দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ১৯৭১ সালের প্রাক্তন চারজন বিএসএফ জওয়ানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরা হলেন সুধাংশু রঞ্জন সোম, নিত্যানন্দ দেবনাথ, মোবারক হোসেন ও অভিজিৎ কুমার কর। এই চারজন প্রাক্তন বিএসএফ কর্মীর বাড়ি শান্তিরবাজার। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার, সেকেন্ড ইনচার্জ-সহ অন্যান্যরা।

বরুণ সিংহ ব্যাঙ্গালুরুতে

ব্যাঙ্গালুরু, ৯ ডিসেম্বর।। গতকালের কপ্টার দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তি গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহকে আজ উন্নত চিকিৎসার জন্য ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতাল থেকে ব্যাঙ্গালুরুর কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। বুধবার দুর্ঘটনার পর তাঁকে ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ তাঁর বাবাকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানায়, ওয়েলিটংনের সেনা হাসপাতাল থেকে ব্যাঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে এএনআই-ও একই খবর জানায়। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হলেও, তিনি আপাতত স্থিতিশীল। তাঁর তিনটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। প্রশ্নের জবাবে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহের বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল কে পি সিংহ জানিয়েছেন, 'ও কেমন আছে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল কে পি সিংহের প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ঈশান আর জানিয়েছেন, 'আমার আশা, গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহ সুস্থ হয়ে উঠবে। গতকাল যখন কপ্টার দুর্ঘটনার খবর আসে, তখন মুম্বইয়ে ছোট ছেলে তনুজের কাছে ছিলেন কর্নেল কে পি সিংহ ও তাঁর স্ত্রী উমা। তনুজ আবার ভারতীয় নৌবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। বৃহস্পতিবার সকালে কর্নেল কে পি সিংহের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলে লড়াই করতে পারে। ও এই লড়াইয়েও জয় পাবে। গত বছর তেজস যুদ্ধবিমান নিয়ে জরুরি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহকে। সফলভাবে সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পর সাহসিকতার জন্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংহকে এ বছরের স্বাধীনতা দিবসে শৌর্যচক্র দেওয়া হয়।'

ফের অভিযান সফল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। নেশাদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযানে আবারও সাফল্য পেলো বিএসএফ। রাজ্য বিএসএফ'র ভিজিলেন্স শাখা বুধবার রাতে ৩৭ কিলো গাঁজা ছাড়াও ১০০ বোতল এসকফ সিরাপ উদ্ধার করেছে। এগুলি সোনামুড়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ'র সদর দফতর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, একটি মহেন্দ্রা বলেরো গাড়িতে নেশাদ্রব্য বক্সনগর থেকে রহিমপুর নেওয়া হচ্ছিল। কলমচৌড়া থানা এলাকায় এগুলি আটক করা হয়। গাড়ির মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার পাচার সামগ্রী পাওয়া গেছে। এগুলি কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩৩ হাজার বাংলাদেশি টাকাও উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে বিএসএফ'র হাতে ৭৭ লক্ষ ৮৮ হাজার পাচারের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

সরকারি গ্যারেজে বেসরকারি গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম'র সদর দফতরের গ্যারেজে রাতেও শোভা পাচ্ছে দুইটি জিনিস এক, ভারতীয় বিদ্যাভবন লেখা একটি গাড়ি এবং রাত এগারোটার পর 'পাবলিক' গাড়ি এই পরিসরে রাখা নিষেধ। 'পাবলিক' এইখানে 'প্রাইভেট' ধরে নিতে হবে, সেটাই বোঝানো হয়েছে। রাত এগারোটার পর বেসরকারি গাড়ি রাখা নিষেধ হলেও, শুধু 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' লেখা টিআর০১বিএন০৭৬৩ নম্বরের নতুন গাড়িটিই নয়,অন্য বেসরকারি গাড়িও দিব্যি আছে সেখানে। এই পুর নিগম থেকে কোনও কাজ করিয়ে আনতে ঘাম বের হয়ে যায় লোকের। বার্থ সার্টিফিকেট বের করা হোক কিংবা বাড়ির প্ল্যান, বোর্ডে টাঙানো সময় অনুযায়ী কোনও কাজই হয় না। বাবুদের চেয়ারে কাজের সময়েও পাওয়া যায় না। নিয়মিত পাড়ায় পাড়ায় দুই বেলাই মশার জন্য স্প্রে হওয়ার কথা, একবেলাই দেখা পাওয়া যায় না, যদিবা দেখা গেল, স্প্রে-মেশিন কাঁধে নিয়ে ইচ্ছে হলে এক-দুইবার মাঝে মাঝে চাপ দিয়ে পাড়া হেঁটে চলে যান তারা। ধোঁয়া মেশিন কদাচিৎ বের হয়, তাও কখনও কখনও মেশিন গর্জন করে ধোঁয়া বের হয় না। ড্রেন ভেঙে পড়ে থাকে সেই ড্রেনই বন্ধ করে। রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনা ফেলার জন্য কাউকেই জরিমানা করা হয় না, সেই প্রচারও নেই, ফলে রাস্তায়ই জমে থাকা আবর্জনা ড্রেন আটকায়।ওয়ার্ড অফিসগুলিতে অবস্থা সঙিন, অফিস শুরুর সময়ে কর্মচারীদের পাওয়া ভার, তেমনি নির্দিষ্টের চেয়ে অনেক লম্বা হয় লেজার পিরিয়ড। নতুন 'নির্বাচিত' পারিষদেরা দায়িত্ব নিয়েছেন, প্রথমদিনেই এসব ঠিক করার কোনও উদ্যোগ চোখে পড়লো না। বরঞ্চ প্রাইভেট গাড়ি ঘুমোচ্ছে সরকারি পরিষরে নিষিদ্ধ সময়ে।

সতর্ক করল হু

ওয়াশিংটন, ৯ ডিসেম্বর।। করোনা অতিমারির গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে ওমিক্রন। সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। তাই বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিকে টিকাকরণে গতি আনার পরামর্শ দিলেন হু প্রধান টেড্রস আধানম ঘেব্রেইসুস। পাশাপাশি সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য বিধিনিষেধ মেনে চলার আর্জি জানিয়েছেন। বুধবার তিনি বলেছেন, 'আমরাই পারি ওমিক্রনকে আটকে বিশ্বকে সুরক্ষিত রাখতে। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত গতিপথ পরিবর্তন করছে। আর তাই দ্রুত সবার টিকাকরণ জরুরি।' তবে ডেল্টার চেয়েও ওমিক্রন ভয়ঙ্কর কিনা তা নিয়ে আরও পরীক্ষা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন হু প্রধান। আমেরিকা অবশ্য জানিয়েছে, ডেল্টার মতো অতটা ক্ষতিকর নয় ওমিক্রন। তবে করোনা ভাইরাসের এই নতুন রূপের এমন কিছু বিরল শক্তি আছে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

টিআরবিটিতে ফের বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। টেট টু পরীক্ষায় ন্যূনতম ১৫টি প্রশ্নোত্তর ভুল ছিল। টিআরবিটি শুধুমাত্র ৮টি প্রশ্নের জবাব ভুল ছিল বলে স্বীকার করেছে। এগুলি স্টার মার্ক দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা ১৫টি প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ করেছিল। চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রত্যেক প্রশ্ন পিছু ৫০০ টাকা করে নেওয়া হয়। অথচ শুধুমাত্র ৮টি প্রশ্নের জবাবে স্টার মার্ক দিয়েছে। এই আট প্রশ্ন কেউ জবাব না দিলেও নম্বর পাবেন। গত ৩ অক্টোবর টেট টু পরীক্ষা হয়। এর কিছুদিন পরই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। এই উত্তর নিয়েই সরব হন টেট পরীক্ষার্থীরা। তাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ৮টি প্রশ্ন ভুল ছিল বলে স্বীকার করে নেয় টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ। চূড়ান্ত উত্তর-পত্র দেওয়ার পরও আরও ১ নম্বর স্টার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৯ নম্বর স্টার দেওয়া হলো। টেট পরীক্ষার্থীদের দাবি, টিআরবিটি এগ্‌জামিনেশন কন্ট্রোলার প্রত্যুষ রঞ্জন দেবের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে উত্তরপত্র তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ভুল প্রশ্নের জবাব দিয়ে এই বিশেষজ্ঞরা ছাত্রদের উপর অন্যায় করেছেন। এদিকে টেট টু এবং টেট ওয়ান পরীক্ষায় বসেছিলেন বেশ কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী। তাদের দাবি, চূড়ান্ত উত্তরপত্র দেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি টিআরবিটি। দ্রুত মেধা তালিকা-সহ যারা কোয়ালিফাই করেছে সবার রুল নম্বর যাতে প্রকাশ করা হয়। এমনিতেই চূড়ান্ত উত্তরপত্র দেওয়ার ১৪দিন পেরিয়ে গেছে। এতদিন পরও যারা টেট টু উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি টিআরবিটি। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভও দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে কিছু পরীক্ষার্থী বৃহস্পতিবার টিআরবিটি এগ্‌জামিনেশন কন্ট্রোলারের সাথে দেখা করতে গেছেন। এমনিতেই রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি জোট সরকার আসার পর টিআরবিটি'র পরীক্ষা বছরে একটির বেশি নিতে পারছে না। জিটি এবং পিজিটি পরীক্ষা এই বছর নেওয়া হলেও সাধারণ শ্রেণিভুক্তদের জন্য পোস্টই ছিল না বলে অভিযোগ। দ্রুত যাতে টিআরবিটি পরীক্ষা নিয়ে স্কুলগুলির শিক্ষক স্বল্পতা দূর করেন তার দাবি করছেন অভিভাবকরা। শিক্ষামন্ত্রী এনিয়ে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করছেন অভিভাবকরা। পরীক্ষা হয়েছে। এখন দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক। এমনই দাবি অভিভাবক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের।

নতুন আইন আনার ভাবনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর।। করোনাকাল এক নতুন দিন তৈরি করেছে। বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আগে বিশেষ প্রয়োজনে পরিষেবা ও তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু থাকলেও করোনা সংক্রমণ, লকডাউন এবং তার পরেও পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পরিস্থিতি বাড়ি থেকে কাজের পরিসর বৃহত্তর করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থা কর্মীদের বেশিক্ষণ কাজ করাচ্ছে বা প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে না বলেও অনেক অভিযোগ। এই অবস্থায় নতুন দিনের এই ব্যবস্থার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের আইনি রক্ষাকবচ দেওয়ার ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের। সূত্রের খবর, খুব তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ি থেকে কাজের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ম চালু করা যায় তার জন্য উদ্যোগী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে প্রাথমিক স্তরের আলোচনা শুরু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। করোনা সংক্রমণ যখন চরমে উঠেছিল তখন অনেক সংস্থারই কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে একটু একটু করে স্বাভাবিক হওয়ার দিকে গেলেও প্রথমে সার্বিক ভাবে বাড়ি থেকে কাজ পদ্ধতি চালু হয়। এখনও অনেক সংস্থার কর্মীরাই বাড়ি থেকে কাজ করছেন। আবার কোথাও কোথাও মিশ্র ব্যবস্থায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। সংযুক্ত কিষান মোর্চা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করে গোটা দেশে বার্তা দিয়েছে। সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরার আহ্বায়ক পবিত্র কর অবশ্য বলেছেন, এই ঐতিহাসিক জয় আগামীদিনে অন্যান্য ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করবে। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০২০ সালের ৫ জুন থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পনেরো মাসের কৃষকদের লড়াইটাই ছিল হৃদয়ের লড়াই। হৃদয়ের জন্য মানুষের জন্যই লড়াই। স্বাধীনতার পরে ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম আন্দোলনের জয় এলো দুর্বার গতিতে। গত ৫ জুন মোদি সরকারের তিনটি কালা কৃষি আইনের অর্ডিন্যান্স জারির দিন থেকে যে আন্দোলনের শুরু হয়েছিল আজ তার আপাতত পরিসমাপ্ত ঘটলো। একে ঐতিহাসিক জয় বলে বর্ণনা করেছেন সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরার নেতৃত্ব। গত ১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হবে। গত ২৯ নভেম্বর সংসদে ওই কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেটা ছিল সংযুক্ত কিষান মোর্চার প্রথম জয়। এরপরও লড়াই জারি ছিল। নানা রকম ভাবে তখনও আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কিসান মোর্চার বজ্র কঠিন একতা ভাঙা যায়নি। কালা কৃষি কানুন প্রত্যাহার হবার পর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইন পাশ করার জন্য কমিটি গঠন, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারের দাবি, সমস্ত মামলা প্রত্যাহার ,আন্দোলনের শহিদদের জন্য ক্ষতি পূরণ প্রদান করার দাবিও ছিল। গতকাল কেন্দ্রীয় সরকার চিঠির মাধ্যমে আলোচনার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু ওই চিঠির বয়ান নিয়ে মোর্চা নেতৃত্ব আপত্তি জানায়। বৃহস্পতিবার নতুন চিঠি আসার পর সংযুক্ত কিষান মোর্চা নেতৃত্ব আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১১ডিসেম্বর এই ঐতিহাসিক জয়ের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে। এরপর কৃষকরা নিজের গন্তব্যের দিকে রওনা হবেন। তবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা আগামী ১৫ জানুয়ারি আবার পর্যালোচনা বৈঠক বসবে কতটুকু কি হয়েছে তা বোঝার জন্য। সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা মনে করে এই কৃষক আন্দোলন শিখিয়েছে সততা একতা ও আত্মত্যাগ। সেই সাথে এই আন্দোলনের সময়, এই আন্দোলনের সাথে খালিস্তানিদের যোগ বিদেশি টাকার আন্দোলন, বিদেশি হাত ইত্যাদি সরকারী দাবি যে মিথ্যা ছিল তাও প্রমাণ হল বলে সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা মনে করে। এই আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র যুব মহিলা সংগঠন সংবাদমাধ্যম ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছে। আগামীদিনেও সকলের সহযোগিতা কামনা করছে পবিত্র কর।

রাস্তার বেহাল দশায় ওষ্ঠাগত প্রাণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাস্তাঘাট সংস্কার করার দাবি করে আসলেও হেলদোল নেই সংশ্লিষ্ট দফতরের। ফলে সংস্কারহীন অবস্থায় ধুঁকছে রাস্তাঘাটগুলি। ঘটনা উত্তর জেলার পানিসাগর ব্লক অধীন বিভিন্ন এলাকার। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তাতে জল জমে যাচ্ছে। রাস্তাগুলি বেহাল দশা হবার ফলে গ্রামের কৃষকরা যেমন তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে পারছেন না তেমনি রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসতেও হচ্ছে চরম সমস্যা। স্থানীয় ব্লক এলাকার রাস্তাঘাটগুলি বেহাল দশা হলেও রাস্তাগুলি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নিচ্ছেনা সংশ্লিষ্ট দপ্তর। স্থানীয় ব্লকাধীন নয়দ্রোণ, বত্রিশদ্রোণ, দোকান গাঁ, নিন্দটিলা, রৌয়া ও পদ্মবিল এলাকার জনগণকে বাজারহাট করার জন্য জলাবাসা বাজারে আসতে হয়। উক্ত গ্রামগুলি থেকে জলাবাসা বাজারে আসার রাস্তাটির অবস্তা খুবই বেহাল। দীর্ঘ পাঁচ থেকে সাত বছর যাবৎ রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। রাস্তাটি সংস্কার না করার ফলে রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে মাটি বের হয়ে গিয়েছে। রাস্তাতে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরাট গর্তের। সামান্য বৃষ্টি হলে রাস্তাতে এক হাঁটু জল জমে যায়। রাস্তাটি বেহাল দশা হবার কারণে রাস্তাটি দিয়ে যানবাহন চলাচলও প্রায় এক প্রকার বন্ধ। এছাড়াও পানিসাগর ব্লকাধীন তিলথৈ, বিলথৈ-সহ বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তাগুলির অসহায় অবস্থা। ব্লক এলাকার বিভিন্ন রাস্তাগুলির অবস্থা বেহাল দশা হলেও পানিসাগর ব্লক কর্তৃপক্ষ রাস্তাগুলি সংস্কারের কোন উদ্যাগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফলে জনমনে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ।

শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। এআইডিএসও'র তরফে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। শিক্ষায় বেসরকারিকরণের অভিযোগ তুলে এদিন সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে। তার সাথে শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়। কোনও অজুহাতেই রাজ্য সরকারের স্কুলগুলোকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। আগরতলায় ডেপুটেশনে অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র তরফে এমনই দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। সংগঠনের তরফে জোরালো দাবি করা হয়েছে, শিক্ষার সমস্ত দায়ভার সরকারকে নিতে হবে। অবিলম্বে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করা, গুণগত শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন ও অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ করা, চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের রাস্তা থেকে সরে আসা ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে। সংগঠনের তরফে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে দেওয়া ডেপুটেশনকালে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, অল ইন্ডিয়া ডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গভীর উদ্‌বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে, সম্প্রতি রাজ্য সরকার স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহদান নীতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তাতে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণ করে তুলছে যা চূড়ান্ত শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী। উল্লেখ্য, গত ১ নভেম্বর সংগঠন সরকারি শিক্ষার দায়ভার বেসরকারি বিদ্যা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে না দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু নেতৃবৃন্দ বলেন, অবাক করার বিষয় শিক্ষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের কোনোরকম মতামত না নিয়েই গত ২ ডিসেম্বর শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজি ঢালাও অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা দফতর নির্দেশিকা জারি করে। সরকার শিক্ষার গুণগতমানের নামে নতুন পাঠ্যক্রম চালু, সিবিএসই প্যাটার্নে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি, একই শ্রেণিতে সাধনা-প্রেরণা নামে দুই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী তৈরি-সহ বিভিন্নভাবে কার্যত শিক্ষার ক্ষতিই সাধন করছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্রছাত্রীদের পূর্বে যতটুকু সরকারি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল এই বেসরকারিকরণের নীতি বলবৎ করে সরকার সেই সুযোগ টুকুও কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ হলে বিএড, এমএড পাশ করা এ রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী আগামীদিনে শিক্ষকতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন মুনাফালোভী বিদ্যা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পুরোপুরি ধ্বংস সাধন হবে। অপরদিকে সরকারও সুকৌশলে শিক্ষাকে মহার্ঘ পণ্যে পরিণত করে

আগরতলা গোর্খাবস্তি এলাকায় সিডিএস বিপিন রাওয়াত-সহ অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করেছে এক্স সার্ভিস ম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেখান থেকে মোমবাতি মিছিল শুরু হয়ে লিচুবাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা স্মৃতি পার্কে মিলিত হয়ে বিপিন রাওয়াত-সহ অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

১২ ডিসেম্বর মুক্তধারায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিশিষ্ট সঙ্গীত গুরু ননীগোপাল চক্রবর্তীর স্মরণে তারই প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সঙ্গীত সৌরভের উদ্যোগে প্রথমবারের মত আয়োজিত হতে চলেছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন। আগামী ১২ ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্গীত সৌরভের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও কলকাতার তরুণ প্রজন্মের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দেবর্ষী ভট্টাচার্য এবং তবলা শিল্পী নবারুণ দত্ত অংশগ্রহণ করবেন। হারমোনিয়ামে থাকবেন কলকাতার জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী। প্রসঙ্গত, বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক সমাবর্তন উপলক্ষে তাদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়াত সঙ্গীত গুরুর অনুরাগী এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রেমীদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সঙ্গীত সৌরভের সম্পাদক দেবব্রত চাটার্জী আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবাদ অব্যাহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। সংগঠন মনে করে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। ফোরামের তরফে দাবি করা হয়েছে, এটা দুঃখজনক ঘটনা সরকারি স্কুলকে বেসরকারির হাতে তুলে দেওয়া। সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, গত ২ ডিসেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করেই রাজ্য সরকার সরকারি বিদ্যালয়কেও বেসরকারি বিদ্যা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবার নীতি ঘোষণা করেছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে সংগঠন। সামগ্রিকভাবেই রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় লাটে উঠেছে এমনই দাবি সংগঠনের। সংগঠনের তরফে আরও বলা হয়েছে, বিদ্যালয়গুলো ভুগছে শিক্ষক স্বল্পতায়। গুণগত শিক্ষার নামে চলছে উদ্ভট ও হাস্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পরীক্ষা নিয়েও খেয়ালিপনা। শিক্ষা দফতরের অবিমৃশ্যতার কারণে প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও পড়ুয়াদের বিক্ষোভ নজরে আসছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও অসন্তোষ ধিকি ধিকি জ্বলছে। আক্রোশমূলক বদলি, দফতরের মন্ত্রী-সহ দফতরের কর্তাব্যক্তিদের দৃশ্যমান দুর্ব্যবহার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অর্জিত অধিকার হরণ হচ্ছে। সব মিলিয়ে ভীতিজনক দমবন্ধকর পরিস্থিতি। পরিস্থিতি সুস্থ ও স্বাভাবিক করতে সঠিক উদ্যোগ নেই রাজ্য সরকারের। বরং এমন সব উদ্যোগ নিচ্ছে যা বৈষম্য আরও বাড়াবে। শিক্ষা আরও মহার্ঘ হবে। রাজ্য সরকার সম্প্রতি যে এক স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে তাকে আপাত দৃষ্টিতে বৈষম্য বাড়াবার প্রকল্প হিসেবেই মনে করা যেতে পারে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের স্পষ্টীকরণ জরুরি। সরকারি বিদ্যালয়কে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার ঘোষিত নীতিটিতে বর্তমান পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পাঠদানের অঙ্গীকার থাকলেও নতুন ও ভবিষ্যত পড়ুয়াদের জন্য তা নেই।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

হর হর মহাদেব শোভাযাত্রা রাজ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। 'দিব্য কাশী, ভব্য কাশী'—এই ভাবনাকে সামনে রেখে আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই নানা কর্মসূচি পালন করা হবে। তারই অংশ হিসাবে শুক্রবার আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই সাতসকালে অনুষ্ঠিত হবে শোভাযাত্রা। বিজেপির প্রদেশ কমিটির পর প্রত্যেক জেলা কমিটির তরফে আগামী ১৩ ডিসেম্বরের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাশীধাম কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করেছে। রাজ্যেও ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা কর্মসূচি থাকবে। এই ব্যাপক কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত মণ্ডলস্তরে অনুষ্ঠিত হবে শোভাযাত্রা। 'হর হর মহাদেব' এই ভাবনায় এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন প্রদেশ সম্পাদিকা অস্মিতা বণিক, সদর শহরাঞ্চল জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. অলক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। গোটা আয়োজন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ড. অলক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন— দিব্য কাশী, ভব্য কাশী এই ভাবনাতেই তাদের এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে কথা বলেন রাজ্য সম্পাদিকা অস্মিতা বণিক। তিনি জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে কাশীকে বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে সকলে। আগামী ১৩ ডিসেম্বর সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গোটা আয়োজনের সূচনা করবেন। বিশ্বনাথ ধামে হবে কর্মসূচি। এই উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর শোভাযাত্রা, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি, ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হবে তা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লাইভ টেলিকাস্ট করা হবে। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। তাছাড়া আগামী ১৭ ডিসেম্বর কাশীতে অনুষ্ঠিত মেয়র সম্মেলনে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যে অনুষ্ঠান হবে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী আমন্ত্রিত। তাছাড়া ত্রিপুরা থেকেও সাধু সন্তরা সেখানে উপস্থিত হবেন। ত্রিপুরা থেকেও জৈবিক চাষি প্রতিনিধি সেই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। আগামী ১২ জানুয়ারি সেখানে হবে যুব সমাবেশ। ত্রিপুরা থেকেও প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন অস্মিতা বণিক। এদিকে এদিন বিজেপি কার্যালয়ে সিডিএস বিপিন রাওয়াত-সহ অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ মুখ্যপ্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। এদিকে, লিচুবাগানস্থিত পার্কে অনুরূপ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, কর্পোরেটর সুপর্ণা দেবনাথ-সহ অন্যান্যরা। আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় অনুরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলির কর্মসূচি আয়োজন করেছে বিজেপির যুব মোর্চা।

সরকারি ফরমান পুড়িয়ে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে গোটা রাজ্যে বিভিন্নভাবে আন্দোলন সংগঠিত করছে বাম ছাত্ররা। বৃহস্পতিবার সকালে খোয়াইয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শিক্ষায় বেসরকারিকরণের সংশ্লিষ্ট দফতরের জারি করা ফরমান আগুনে পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা এই ফরমানকে শিক্ষাবিরোধী কালো ফরমান বলে অভিহিত করেছেন। এদিন খোয়াই শহরের সুভাষপার্কস্থিত ব্যাঙ্কের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সায়ন্তিকা দেব, নারায়ণ দাস প্রমুখ। তারা জানান, সরকারি স্কুলগুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে গরিব ছেলে-মেয়েদের বেতন দিয়ে পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করছে সরকার। অবিলম্বে সেই ফরমান বাতিল না করা হলে বাম ছাত্র সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে।

ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার ঃ মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। দেশের সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। ত্রিপুরায় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটেছে এটা না ঘটলেই ভালো হতো। তাতে ত্রিপুরার বদনাম হয়েছে। কথাগুলো বললেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। প্যারাডাইস চৌমুহনিতে আয়োজিত কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছেন। মানিক সরকার শুরুতেই সিডিএস বিপিন রাওয়াত-সহ অন্যান্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরে মানিক সরকার বলেছেন, গত ১ ডিসেম্বর এই আয়োজন করার কথা থাকলেও পরিস্থিতির কারণে ৭,৮, ৯ ডিসেম্বর এই কর্মসূচি করা হচ্ছে। এদিনের কর্মসূচির প্রেক্ষাপট ছিল— ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার ও জীবনজীবিকার উপর আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান। এই ব্যানারেই ছিল কর্মসূচি। এর প্রেক্ষাপটে আয়োজিত সমাবেশে মানিক সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক রতন দাস, শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, সুব্রত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। মানিক সরকার বলেন, পলিটব্যুরোর আহ্বানেই এই কর্মসূচি। বর্তমান প্রেক্ষিতে রাজ্য কিংবা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলমান অংশের মানুষ নানাভাবে আক্রান্ত। এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করে বলেন, তাদের খাদ্যের অভ্যাসের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। যেখানে বিজেপি সরকারে আছে সেখানে আক্রমণ বেশি। বিষয়গুলো উল্লেখ করে আরও বলেছেন, কেউ যদি সাহস করে প্রতিবাদ করে তাহলে তাদেরকে দেশদ্রোহী মামলা করে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কোথাও উচ্ছেদ অভিযান চলছে, মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ৩৭০ ধারা নিয়েও তার অবস্থান স্পষ্ট করলেন মানিক সরকার। বললেন এখন নতুন নতুন সিদ্ধান্ত করে দেশের সংখ্যালঘুদের উপর নানাভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। সংবিধানের মূল ভাবনা থেকে সরে আসছে সকলে। মানিক সরকার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, সারদা দেবীর উদাহরণ টেনে এনেছেন। বলেছেন, তাদের ভাবনা গোটা বিশ্বে সমাদৃত। বিপন্ন মানুষের পাশে তারা দাঁড়িয়েছেন। আর এই দেশে যারা হিন্দুত্বের প্রচার করে তারা সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। তাতে সংখ্যালঘুদের কি হবে? প্রশ্ন তুলে মানিক সরকার বলেন, এই ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে এই দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক পিছিয়ে আছে। দেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়গুলো তুলে ধরেই এইদিনের কর্মসূচির আয়োজন ছিল সিপিএম'র। মানিক সরকার পানিসাগর-সহ বিভিন্ন জায়গার ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, পুলিশ যদি প্রথম থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তাহলে ত্রিপুরার বদনাম হতো না। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরার ঘটনায় লজ্জিত অনেকেই। যারা হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলছে তারা ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলছে। ত্রিপুরার যেসব জায়গায় ঘটনাগুলো ঘটেছে তার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে দায়ী করেন মানিক সরকার। তবে সমগ্র বিষয়গুলো তুলে ধরে মানিক সরকার এও বলেছেন, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। এক্ষেত্রে তিনি এও বলেছেন, এখন যারাই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তারা হিটলার মুসোলিনীর প্রতিনিধি। তাদের আমলে দেশের সাধারণ মানুষ বিপন্ন। এদিকে দেশের কৃষকদের কথা উল্লেখ করে মানিক সরকার বলেন, যে ঐতিহাসিক আন্দোলন সংগঠিত করেছে কৃষকরা তাতে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে চলে আসা ধারাবাহিক আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও যেসব দাবি পূরণ হয়নি তার জন্যও আন্দোলন চলবে। মানিক সরকার বলেন, তাদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে। এদিনের কর্মসূচিতে সকলের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
ইস্টার্ন মেডিকেল হল
৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : হঠাৎ পরিবর্তন। কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন। বিশিষ্টজনের সহায়তা পেলেও শত্রুপক্ষ প্রবল হতে পারে। তবে সংযম ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা দরকার।

বৃষ : দিনটিতে নিজের গুণে সম্মান লাভ। সংস্থাগত পরিবর্তনের শুভ ইঙ্গিত। বন্ধুজনের বিরূপতা। নানাভাবে মানসিক চাপ। মনের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হবার যোগ আছে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যক।

মিথুন : ছলচাতুরি ও ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ও চিত্তের উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।

কর্কট : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমে বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাক্‌সংযমের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য মধ্যম যাবে।

সিংহ : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।

কন্যা: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। বন্ধু বিচ্ছেদ, মায়ের স্বাস্থ্যহানি। মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা ও অর্থ ব্যয়, আর্থিক উন্নতি। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বাধা বিঘ্নের মধ্যে সাফল্য।

তুলা : দিনটিতে বাধা ডিঙিয়ে চলতে হবে। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানের সাফল্য, শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার যোগ।

বৃশ্চিক : আঘাতজনিত ব্যাপারে সাবধানতা দরকার। নানাভাবে মানসিক বিপর্যস্ততা। হতাশা বৃদ্ধি ও কর্মে অশান্তি। শরীর ভালো যাবে না। বিশ্বাসে আঘাত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে দিবাভাগে শেষ করে ফেলা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

ধনু : দিনটিতে ভাগ্যোন্নতির যোগ আঝে। আর্থিক উন্নতি। শিক্ষায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা। অপমান-অপবাদের যোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝামেলা, ধন ক্ষতি। ব্যথা-বেদনা, আঘাতজনিত ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন।

মকর : জটিল সমস্যা-সমাধানের যোগ। আঘাতজনিত ব্যাপারে সমস্যার যোগ। আর্থিক উন্নতি। শরীর নিয়ে সমস্যা কিছুটা থাকবে। হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ আছে।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ। স্বজনবিরোধ। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানলাভের যোগ আছে। শত্রুরা পরাস্ত হবে। শরীর নিয়ে কিছু সমস্যা আসবে। আইনের ঝামেলা থেকে যত দূর পারেন থাকার চেষ্টা করবেন নতুবা জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করা দরকার। কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিঘ্নিত হবে না। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা অপমান, অপরাধ নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার যোগ আছে। নানা বাধা-বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানির যোগ আছে।

নতুন বছরে কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। ১৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে রাজভবন অভিযান সংগঠিত করবে তৃণমূল। আগরতলায় নিজ বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মসূচির ঘোষণা করেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি বলেছেন, আগামী ৫ জানুয়ারি ১৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি সংগঠিত হবে। রাজভবন অভিযান কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে তিনি বলেছেন, সেদিন বেলা ১১টায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জমায়েত হয়ে রাজভবন অভিযান করা হবে। যে ১৫ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই রাজভবন অভিযান কর্মসূচি তার প্রেক্ষিতে সুবল ভৌমিক বলেন, ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যেই রাজভবন অভিযান সংগঠিত হবে। রাজ্যে শাসকদলের সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এবং পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিকে মুখ্য হিসাবে তুলে ধরেছে তৃণমূল। তার পাশাপাশি রাজ্যর আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির কথা বলে সুবল ভৌমিক বলেন, কিছুদিন আগে পুর সংস্থার নির্বাচনকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। এখনও বিরোধীদের উপর অত্যাচার চলছে। সুবল ভৌমিক আরও বলেন, দিনদুপুরে মহিলা থানা আক্রমণ করা হলো অথচ এখনও দোষীদের গ্রেফতার করা হয়নি। এসব বিষয়গুলো যেমন তুলে ধরবে তৃণমূল তেমনি রাজভবন অভিযানের প্রেক্ষাপটে রয়েছে আরও বেশ কিছু দাবি। কর্মসংস্থান, বেকার যুবক-যুবতিদের চাকরি, রেগায় ২০০ দিনের কাজ, অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণ, ১০৩২৩'র স্থায়ী সমাধান ও সম্মানপূর্বক চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া, বিদ্যুৎ নিগমের তুঘলকি বন্ধ করা, ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল কমিয়ে আনা, রাস্তাঘাট-সহ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষায় সম্প্রতি গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, প্লাস্টিক চাল ও নিম্নমানের সামগ্রী রেশনে সরবরাহের তদন্ত করা, কৃষকদের কৃষি বীজ ও সার-সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান, অকাল বর্ষণে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়া, শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তন-সহ বিভিন্ন দাবিতে রাজভবন অভিযানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন সুবল ভৌমিক। তবে এসব দাবিকে সামনে রেখে আগামী দিনেও যে আন্দোলন আরও তেজি হবে তাও তুলে ধরেছেন তিনি।

করিমগঞ্জ বইমেলায় 'অনন্য নিশীথ' বইয়ের উন্মোচন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৯ ডিসেম্বর।। বরাক উপত্যকাকে উপনিবেশে পরিণত করে বাংলাভাষীদের অধিকার হরণ করার চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে বাংলাভাষীদের কোনো অধিকারই থাকবে না। করিমগঞ্জে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে এই কথাগুলো বলেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. তপধীর ভট্টাচার্য। উপত্যকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিশীথ রঞ্জন দাসের সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বলিত সম্মাননা গ্রন্থ 'অনন্য নিশীথ'-এর আবরণ উন্মোচন করেন ড. তপধীর ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা মন্দিরা নন্দী প্রমুখ। তপধীর ভট্টাচার্য বলেন, নিশীথ দাসকে নিয়ে বই প্রকাশ করা গৌরবের বিষয়।

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

: Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি :

ত্রিপুরা তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের Post Matric, Pre Matric (IX-X) Scholarship and Pre Matric scholarship to the children of those engaged in occupations involving cleaning and prone to health hazards (Class I to X) সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২১ইং, ৩রা অক্টোবর ২০২১ এবং ১লা নভেম্বর ২০২১ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত চূড়ান্ত তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্বারা ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসকারী ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষে উপরিউক্ত Scholarship-এর জন্য National Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in) এর মাধ্যমে online application করার চূড়ান্ত বর্ধিত সময়সীমা নিম্নরূপ ঃ-

Name of Scheme	Category of students	Last date of submission of online application	Last date for Institute verification
Post Matric scholarship	SC students	Last date 31st December, 2021	Last date 15th January, 2022
Pre matric scholarship	SC students	Last date 31st December, 2021	Last date 15th January, 2022
Pre Matric scholarships to the children of those engaged in occuptions involving cleaning and prone to health hazards.	Students of all categories	Last date 31st December, 2021	Last date 15th January, 2022

বিদ্যালয় স্তরের ও সাধারণ ডিগ্রী স্তরের ছাত্র/ছাত্রীরা online আবেদনপত্রের পূরণ করা প্রিন্ট কপি নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে। বহিঃরাজ্যে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের পূরণ করা প্রিন্ট কপির সঙ্গে অন্যান্য প্রমাণ পত্র-সহ তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হবে।

আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন পত্র বিদ্যালয়/কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/অধ্যক্ষকে অনলাইনে সকল আবেদনপত্র উপরে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে ভেরিফিকেশন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে না পারলে এবং স্কলারশীপ না পেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, আগরতলা, যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ওয়েবসাইট ঃ www.scw.tripura.gov.in দূরভাষ : ০৩৮১-২৩২-৪১৩৪/৩৬৮৬

অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-1408/21

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৭৩

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

6	3	4		1		9		2
	2		8	3				
8	1	9				3		
							2	
	8	2	3				9	5
5	9	3				8	1	6
2	4	8	9	7		5	3	
		1			2			
		7	1		3	2		8

সংখ্যা ৩৭২ এর উত্তর

5	8	1	6	9	7	2	4	3
4	2	3	8	5	1	6	9	7
7	6	9	3	2	4	5	8	1
8	7	2	9	4	3	1	6	5
3	1	6	5	8	2	9	7	4
9	4	5	7	1	6	3	2	8
6	5	8	4	3	9	7	1	2
2	3	7	1	6	8	4	5	9
1	9	4	2	7	5	8	3	6

জেলহাজতে রাইফেলম্যান সুকান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ডিসেম্বর।। দুই সহকর্মীকে হত্যার অভিযোগে ধৃত টিএসআর রাইফেলম্যান সুকান্ত দাসের জেলহাজত মঞ্জুর করে বিশালগড় আদালত। তাকে ২২ ডিসেম্বর ফের আদালতে পেশ করা হবে। বিশালগড় কোনাবনস্থিত ওএনজিসি'র জিএসসিতে দুই সহকর্মীকে গুলি

করে হত্যার অভিযোগ রাইফেলম্যান সুকান্ত দাসের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত মধুপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। প্রথমবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর হয়। রিমান্ড শেষে বৃহস্পতিবার তাকে পুনরায় আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশি তদন্তে ছুটির বিষয় নিয়ে দুই সহকর্মীর সাথে সুকান্ত দাসের ঝগড়া হয়েছিল বলে উঠে এসেছে। ওই দিনের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান সুবেদার মার্কাসিং জমাতিয়া এবং নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়া। বিভিন্নস্তরের আধিকারিকরা রিমান্ডে থাকাকালে সুকান্ত দাসকে জেরা করেছেন বলে খবর।

জল নিয়ে মারপিটে আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ৯ ডিসেম্বর।। বাড়ির পাশে সাপ্লাই থেকে জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরে মারপিটে রক্তাক্ত এক ব্যক্তি। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের দেবীপুর শান্তিটিলা এলাকায়। অভিযুক্ত তিন জনের বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। দেবীপুর শান্তিটিলা এলাকায় সরকারিভাবে পানীয় জলের জন্য একটি সাপ্লাইয়ের টেপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর সেই টেপ থেকে এলাকার জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ পানীয় জল ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু শান্তিটিলা এলাকার বিজয় দেবনাথের পরিবার নিজের ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে জল নিয়ে আসছে। অন্য কেউ তার যন্ত্রণায় জল নিতে পারছে না বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং মাতব্বরদের জানানোর পরেও কোনো ভূমিকা নেয়নি। এদিকে শান্তিটিলা

এলাকার এক নিরীহ ব্যক্তি মরণ দেবনাথ সেই সাপ্লাইয়ের টেপ থেকে জল আনতে গেলে বিজয় দেবনাথ এবং তার পরিবার তাকে জল আনতে দেয়নি। উল্টো বেধড়ক মারধর করা হয় তাকে। এক সময় মরণ দেবনাথ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরবর্তী সময়ে মরণ দেবনাথের পক্ষ থেকে মধুপুর থানায় অভিযুক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, মধুপুর থানার পুলিশ তাদেরকে বাড়ি থেকে মধুপুর থানায় গ্রেফতার করে নিয়ে গেলে মুহূর্তের মধ্যেই ওই এলাকার এক নেতা তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ।

সরকারি সাহায্যের আশায় কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ৯ ডিসেম্বর।। অকাল বর্ষণে সর্বস্বান্ত সোনামুড়ার বহু কৃষিজীবী পরিবার। সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে সহযোগিতার। ধান, শাক-সবজি ক্ষেতে জল দাঁড়িয়ে আছে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, সোনামুড়া নানা প্রান্তে ধান, শাকসবজির ক্ষতির পরিমাণ ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। এই অকাল বর্ষণের ফলে কৃষকদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো। সরকার পাশে না দাঁড়ালে আগামী দিনগুলোতে খাদ্য সংকট নিশ্চিত দেখা যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে কয়েক হাজার কৃষকের একই অবস্থা। বিপন্ন কৃষকরা প্রশ্ন তুলছেন ফসল বিমার যথার্থতা নিয়েও। এখনো পর্যন্ত কোন কৃষি দফতরের আধিকারিক খোঁজখবর নেয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসনিকভাবেও কোনো প্রতিনিধি দল মাঠে নেমে তথ্য সংগ্রহ করেনি। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে এতটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তা কল্পনাতেও ছিল না সাধারণ কৃষকদের। এই অকাল বর্ষণে সর্বস্বান্ত হয়েছে কৃষকেরা। কর্মহীন হয়ে পড়ে শ্রমজীবী পরিবারের লোকজন। সরকারের নিকট কৃষকেরা দাবি জানিয়েছেন অতিসত্বর যেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

বঞ্চিত বৃদ্ধ দম্পতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ ডিসেম্বর।। বৃদ্ধ ভাতা থেকে শুরু করে সরকারি ঘর কোনো কিছুই পাননি উদয়পুর খিলপাড়া পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলকাস মিয়ার পরিবার। আলকাস মিয়া এবং রহিমা বিবি সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের অভিযোগ, বাম আমল থেকেই বৃদ্ধ ভাতার জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু ওই আমলে তাদের কপালে ভাতা জুটেনি। এমনকী সরকারি ঘর-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। আলকাস মিয়ার এক ছেলে সামান্য কিছু

রোজগার করে। তা দিয়েই কোনরকমভাবে সংসার চলছে। তাদের বসতঘরটিও একেবারে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। যে কোনো সময় সেই ঘর ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন আলকাস মিয়া। এমতাবস্থায় বৃদ্ধ ভাতা এবং একটি সরকারি ঘরের খুবই প্রয়োজন। তাই বৃদ্ধ দম্পতি সরকারের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য।

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ডিসেম্বর।। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন এক যুবক। বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর রাস্তারমাথা বিদ্যুৎ নিগম অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়ক এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা। বিকি সাহা বিশালগড় থেকে রাস্তারমাথাস্থিত শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। বাইকের সামনে হঠাৎ একটি সারমেয় এসে পড়ে। যে কারণে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। তারা ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত যুবককে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়।

স্কুল ছাত্র অপহরণ ঘিরে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৯ ডিসেম্বর।। স্কুল ছাত্র অপহরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় অমরপুরে। টাউন শঙ্করপল্লী এলাকার স্কুল ছাত্র গৃহশিক্ষকের বাড়িতে যাওয়ার পথে অপহৃত হয় বলে তার বাবার অভিযোগ। আর সেই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ১১নং ওয়ার্ডের বাম প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসীর সহায়তায় অপহৃত স্কুল ছাত্রকে উদ্ধার করা হয়। ছাত্রের বাবার অভিযোগ, তার ছেলেকে অপহরণ করে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তের। আসিফ মিয়া নামে ওই ছাত্রকে বাইকে উঠিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানান। প্রতিবেশী সুদীপ দেবনাথের স্ত্রী ঘটনাটি দেখে ছাত্রের বাবাকে ফোন করে জানান। তখনই তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের কাছে গিয়ে আসিফকে খুঁজে পান তার বাবা। ওই সময় অভিজিৎ দাস নামে অভিযুক্ত যুবকও ঘটনাস্থলে ছিল। তবে অপহরণের বিষয়টি সে নাকি অস্বীকার করে। কি কারণে স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে এখনও কিছুই জানা যায়নি। পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করারও খবর নেই। তবে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টির পর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছিল। তারা আসার পরই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, অভিজিৎ দাসের বাবা ঘটনাস্থলে এসে উল্টো স্থানীয়দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানান। এমনকী তাদেরকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। ছাত্রের মাকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় অভিজিৎ ও তার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, অভিজিৎ দাসের মা এবার নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের টিকিটে ১১নং ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নির্বাচনে হেরে যান। এই ঘটনার সাথে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে কিনা তাও স্পষ্ট হয়নি।

খবরের জেরে দৌড়ঝাঁপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রমোদনগর সিনিয়র বেসিক মাদ্রাসায় শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। জানা গেছে, খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তাদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। ওই মাদ্রাসায় মাত্র চারটি শ্রেণিকক্ষ আছে। অথচ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র আছে ওই মাদ্রাসায়। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে পর্দা লাগিয়ে ৮টি শ্রেণিকক্ষ তৈরী করা হয়। কিন্তু এভাবে পঠনপাঠন চালাতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক লিখিতভাবে চিঠি পাঠিয়েছেন শিক্ষা দফতরে। যাতে করে মাদ্রাসায় আরও শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা যায় সেই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে হয়তো শীঘ্রই অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের আদেশ বের হতে পারে।

মহাবিদ্যালয়ে চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ ডিসেম্বর।। চুরির ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অব্যাহত রয়েছে। বাড়িঘর, দোকানপাট, পোস্ট অফিস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সহ বিভিন্ন জায়গায় চোরদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। এবার চোরেদের নজর পড়ল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এই নিয়ে তিনবার হাতসাফাই করেছে চোরেরা। দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ঘটলো কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে। লাগাতার তৃতীয় বার চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনবারই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বুধবার কলেজের ব্যায়ামাগার থেকে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। বিষয়টি প্রত্যক্ষ হওয়ার পর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ। কৈলাসহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে একাধিক জায়গায় একের পর এক চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। চুরির ঘটনার ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর পিনাকী পাল বলেন, এই বিষয়েও পুলিশের কাছে একটি মামলা করা হয়েছে।

গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া/ তেলিয়ামুড়া, ৯ ডিসেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার যাত্রাপুর থানার সাব-ইনস্পেকটর সুজিত রুদ্রপাল এএসআই দেবব্রত দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালানো হয় থানা এলাকার এডিসি ভিলেজ মনাইপাথর ও নিদয়া সীমান্তবর্তী বন দফতরের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। এদিন আটটি প্লটের কয়েক হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এমনটাই জানান থানার সাব-ইনস্পেকটর। কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। অন্যদিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার নয়নপুরের নয়াবাড়ি এবং লেম্বুছড়া এই দুই জায়গায় পুলিশ হানাদারি চালিয়ে প্রায় এগারো হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। যার বাজার মূল্য প্রায় কুড়ি লাখ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

অসচেতন অভিভাবক, পরীক্ষা বঞ্চিত দুই পড়ুয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ডিসেম্বর।। অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারবে না চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়া। কারণ, তারা পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়নি। যার ফলে পর্ষদ থেকে তাদের অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করা হয়নি। বুধবার থেকে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে পর্ষদ পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিট কার্ড বিলি করা হয়েছে। কিন্তু ওই দু'জন পড়ুয়া ছাড়া বাকি সবার অ্যাডমিট কার্ড বিদ্যালয়ে এসেছে। জানা গেছে, বিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকবার দুই পরিবারের অভিভাবকদের এ বিষয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা হয়তো ওই সময় বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। তবে এখন সন্তান পরীক্ষায় বসতে পারবে না শুনে তারা দৌড়ঝাঁপ করছেন। একজন অভিভাবক আগরতলায় পর্ষদ অফিসেও এসেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে। একমাত্র অসচেতনাতার কারণে দুই পড়ুয়া এ বছর পর্ষদ পরীক্ষায় বসতে পারছে না। এখন একমাত্র পর্ষদ কর্তৃপক্ষ চাইলেই পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিতে পারে।

নব নির্বাচিতদের শপথগ্রহণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর/ সাব্রুম/ফটিকরায় /বিলোনিয়া/কৈলাসহর/তেলিয়ামুড়া, ৯ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবারও রাজ্যের বিভিন্ন পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচিত সদস্যরা শপথগ্রহণ করেছেন। এদিন ধর্মনগরে পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান মহকুমাশাসক কমলেশ ধর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, জিলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস, মলিনা দেবনাথ, সজল আচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ভারতের সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে ১ মিনিট নীরবতাও পালন করা হয়। ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রদ্যোত দে সরকার এবং ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন মঞ্জু নাথ। তাছাড়া চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রেমানন্দ নাথ, রূপালী অধিকারী, সুরজিৎ নাগ, রাহুল কিশোর রায়, পারমিতা শর্মা। অন্যদিকে, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত ৯ জন সদস্য এদিন শপথগ্রহণ করেন। তাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান মহকুমাশাসক দেবদাস দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শঙ্কর রায়, কমল কান্তি সেন, অনিল চন্দ্র মজুমদার-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান রমা পোদ্দার দে জানান, এলাকার জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তার প্রাথমিকতায় থাকবে। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক দীপক দাস। তবে এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময় থেকে কিছুটা দেরিতে শুরু হয়। কারণ হল ঘরে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল কম। কুমারঘাট পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যরাও এদিন শপথগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ভগবান দাস, অমলেন্দু দাস প্রমুখ। শপথগ্রহণের পর নব নির্বাচিতরা কুমারঘাট পুর পরিষদ অফিসে যান। সেখানে নব নির্বাচিত সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিলোনিয়া পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্যরাও এদিন শপথগ্রহণ করেন। ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক সুরেশ দাস আর্য কলোনিস্থিত শচিন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে নব নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, অমল মল্লিক, গৌতম সরকার, শুক্লা দেব সরকার প্রমুখ। কৈলাসহর পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরাও এদিন ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে শপথগ্রহণ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ভগবান দাস, শ্যামল দাস, শান্তিরঞ্জন চাকমা প্রমুখ। পুর পরিষদের ১৭জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ১৬ জনই বিজেপি'র। একজন বামফ্রন্ট প্রার্থী এবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তিনিও এদিন শপথগ্রহণ করেন। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের নব নির্বাচিত ১৫ জন সদস্য তেলিয়ামুড়া টাউন হলে শপথগ্রহণ করেন। চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেন রূপক সরকার এবং ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন মধুসূধন রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে দেখা গেছে প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্যকেও। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ শপথগ্রহণে তার উপস্থিতি দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন।

ব্ল্যাকমেলিং, মামলায় নারাজ পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ ডিসেম্বর।। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খোলা হয়েছিল মহিলা থানা। কারণ, মহিলা পুলিশকর্মীদের সাথে যেকোনো মহিলা তার উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচার কিংবা অন্য কোনো ঘটনার কথা স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে পারেন। কিন্তু খোদ মহিলা পুলিশকর্মীরা যেভাবে নির্যাতিতাকে মামলা না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বলতে গেলে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেছেন উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশকর্মীরা। এক নির্যাতিতা মহিলা সম্প্রতি আরকেপুর মহিলা থানায় গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন সুমন আক্তার নামে এক যুবক তাকে ব্ল্যাকমেলিং করছে। ব্ল্যাকমেলিং করে এক দফায় তার কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ওই যুবকের কাছে নির্যাতিতার কিছু নগ্ন ছবি আছে। সেই ছবি দেখিয়ে সুমন আক্তার মহিলাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ৭০ হাজার টাকা দিলেও সুমনের খাঁই মেটেনি। তাই অভিযুক্ত যুবক মহিলার ই-মেইল হ্যাক করে সামাজিক মাধ্যমে ওইসব নগ্ন ছবি ছড়িয়ে দেয়। মহিলা তখনই পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানান। কিন্তু পুলিশ নাকি তাকে উল্টো প্রশ্ন করেন মামলা করে কি হবে? নির্যাতিতা তারপরও হাল ছাড়েননি। তিনি নিজের স্বামীর কাছে গোটা ঘটনা জানান। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে ছবি ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় মহিলা এখন এলাকায় কারোর সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। জানা গেছে, অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি কাঁকড়াবন এলাকায়। সে নাকি মহিলার স্বামীকে খুনের হুমকি দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় মহিলা থানায় এসে অভিযোগ জানানোর পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিশ সুমনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই বাধ্য হয়ে নির্যাতিতা মহিলা বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন। তিনি জানান, পুলিশ সুপার অভিযোগ পেয়ে সংশ্লিষ্ট থানার সাথে যোগাযোগ করেছেন। এবার হয়তো পুলিশ সুমনের বিরুদ্ধে কিছু একটা করবে। কিন্তু এতদিন ধরে পুলিশ কেন সুমনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না? ওই যুবকের কারণে গৃহবধূ যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন তারপরও পুলিশের নীরব ভূমিকার পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে? এই ধরনের ঘটনা প্রথমবার সামনে উঠে এসেছে তাও নয়। মহিলা থানার পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে আগেও এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তরাও কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তারপর সক্রিয় হয়ে যান। পরবর্তী সময় তারাও সবকিছু যেন ভুলে বসেন।

ফের দোকানে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ডিসেম্বর।। চুরির ঘটনা রাজ্যে নিত্যদিনের শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। রাতের আঁধারে আবারও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো বিশালগড় থানাধীন ২ নং গেট এলাকায়। দোকান মালিক মরণ সাহা বৃহস্পতিবার সকালে এসে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পারে। দোকানের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখেন সামনে থাকা কম্পিউটার-সহ সিপিইউ টিটি উধাও। তিনি বুঝতে পারেন রাতে দোকানে চোরেরা হানা দিয়েছে। অভিযোগ, এই বাজারটিতে আরও অনেকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাজার কমিটি কিছুদিন নৈশপ্রহরীর ব্যবস্থা করেছিল। তারপর করোনাজনিত কারণে তাদেরকে আর রাখা হয়নি। ফলে আবার বাজারের দোকানগুলি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। পুলিশও তেমন টহল দেন না বলে অভিযোগ। জানা গেছে, বুধবার রাতে বাজারের ব্যবসায়ী মরণ সাহা দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি দোকানে এসে দেখেন টিনের ছাউনি কেটে চোরের দল ভেতরে প্রবেশ করে দোকানের কম্পিউটার-সহ বেশকিছু মোবাইল সামগ্রী নিয়ে যায়। পড়ে তিনি বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হন। দাবি উঠছে পুনরায় এই বাজারটিতে নৈশপ্রহরীর ব্যবস্থা করা হউক। কারণ এই বাজারটিতে আগেও অনেকবার চুরি হয়েছে, তাছাড়া অনেকগুলি দোকানও রয়েছে। এখন দেখার, পুলিশ এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অধিকার ঃ বামেদের কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর / কাঁঠালিয়া, ৯ ডিসেম্বর।। দেশ ব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোনামুড়া এবং উদয়পুরে সিপিআইএম'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার আহ্বানে সোনামুড়ায় হল সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মানিক দে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রতন সাহা, সামসুল হক প্রমুখ। ১৮টি অঞ্চল থেকে নেতা-কর্মীরা এই সভায় অংশ নেন। অন্যদিকে, উদয়পুরের বাগমা ও বারভাইয়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে হয় পথসভা। সভায় ভাষণ রাখেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রতন ভৌমিক, দিলীপ দত্ত, নারায়ণ ঘোষ, আশিস ঘোষ প্রমুখ।

কৃত্রিম উপায়ে আগর চাষে অশনি সংকেত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের আগর শিল্পকে ধ্বংস করতে কৃত্তিম ওষুধ ব্যবহার করছে একাংশ ব্যবসায়ী। যার ফলে ইতিমধ্যেই অনেক আগর গাছ ধ্বংস হয়ে গেছে। উত্তর জেলায় সবচেয়ে বেশি আগর চাষ হয়। ব্যবসায়ী থেকে গৃহস্থ সকলই বাড়িতে আগর গাছ লাগান। অর্থকরী ফসল হিসেবেই ব্যবহৃত হয় আগর গাছ। তার মূল উপকরণ এক ধরনের গুটি পোকা। আগর গাছকে ওই পোকা যত বেশি কাটবে ততই গাছের মূল্য বৃদ্ধি হবে। এভাবে একটি গাছ ৫ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। তাতে কোনো ধরনের কৃত্রিম সার কিংবা ওষুধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উত্তর জেলার একাংশ ব্যবসায়ী কৃত্রিম উপায়ে আগর তৈরি করছে। যার ফলে আগর গাছগুলি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে বেশ কয়েকজন আগর ব্যবসায়ী এবং চাষি অভিযোগ জানিয়েছেন। তারা জানান, কৃত্রিম উপায়ে গাছের ভেতরে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে গাছে পচন ধরে যায়। ওই গাছ থেকে যে তেল বের হয় তা বাজারে প্রতি কিলো ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। তবে ওই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে যায়। তারা আরও জানান, কৃত্রিম উপায়ে তৈরি আগরের তেল প্রতি কিলো ৩০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা দরে বিক্রি হয় বিদেশের বাজারে। তাই চাষিরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কৃত্রিম উপায়ে আগর চাষের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 31/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22 Date: 03/12/2021

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) Invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 22/12/2021 for the works:

1. **DNIeT No: 39/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 17,47,030/-**
2. **DNIeT No: 40/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 18,60,654/-**

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivision@gmail.com

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

ICA-C-2866-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 32/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22 Date: 04/12/2021

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) Invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Rail

জানা অজানা

আলোয় ভুবন ভরা

পর্ব ৩

গাণিতিক সমীকরণে প্রকাশ করেন তিনি। ম্যাক্সওয়েল ছিলেন গণিতে পণ্ডিত। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে বিস্ময়কর সফলতার জন্ম দেন তিনি। ম্যাক্সওয়েল বুঝতে পেরেছিলেন, ফ্যারাডে ও অন্য

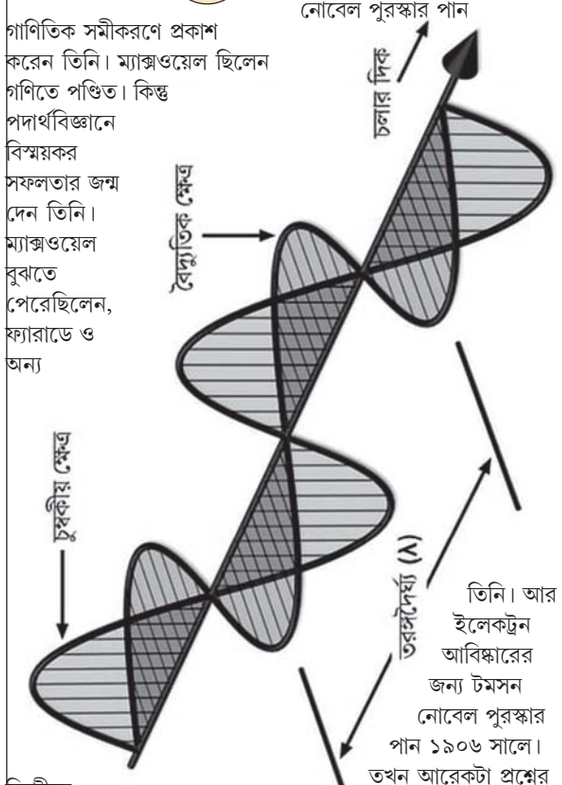

বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের আচরণকে গাণিতিক ভাষায় নিখুঁতভাবে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব। তার একটা সূত্র মতে, একটা চলমান চুম্বকীয় ক্ষেত্র একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। আরেকটি সূত্র ঠিক উল্টো কথা বলে। এ সূত্রটির মতে, চলমান বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র একটা চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করবে। এরপর ম্যাক্সওয়েলের মাথায় এমন একটা ধারণা এলো, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ভাবলেন, পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যদি একটা চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে, এরপর সেটি যদি আরেকটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করে, এরপর সেটি যদি আরেকটি চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে, এভাবে চলতেই থাকলে কী ঘটবে? মেধাবী অন্তর্দৃষ্টির মানুষ ম্যাক্সওয়েল অচিরেই বুঝতে পারলেন, এই দ্রুত পরিবর্তনশীল গতির সর্বশেষ ফলাফল হবে একটা চলমান তরঙ্গ। সেখানে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রগুলো অনবরত একটা আরেকটায় বদলে যেতে থাকবে। রূপান্তরের এই অসীম পর্যায়ক্রমের নিজস্ব একটা জীবনও রয়েছে, যা কম্পনশীল বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রের চলমান তরঙ্গ তৈরি করে। সমীকরণ থেকে তিনি চরম বিস্ময়ের সাথে দেখতে পান, আলো আসলে এক ধরনের বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। সেই থেকে বিজ্ঞান জগতে আলোর পরিচিতি পেল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় পরিঘটনা হিসেবে।

সব আলোই আসলে দ্বৈত তরঙ্গ থাকে। একটা চুম্বকীয় স্পন্দন এবং তার সাথে সমকোণে থাকে একটা বৈদ্যুতিক স্পন্দন। একটা স্পন্দন আরেকটাকে উদ্দীপিত করে। সে কারণেই বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় তরঙ্গ দুটোই অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতেই থাকে।

কিন্তু এই পরিঘটনার উৎস কোথায়? ১৮৯৬ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনড্রিক লরেঞ্জ এক পরীক্ষায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন। কোন শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আলো নিজেই দুইভাগ হয়ে যাচ্ছে। লরেঞ্জ ভাবলেন, এর মানে হল, সেখানে দ্রুত গতি সম্পন্ন কোন অতিক্ষুদ্র, এবং ঋণাত্মক চার্জের কণা রয়েছে। আর সেই অজানা কণাটাই এমন ঘটনার জন্য দায়ী। অর্থাৎ এই কণাই মহাবিশ্বের সব আলোর উৎস। এর বছরখানেক পরে এক পরীক্ষায় সেই কণাটি আবিষ্কার করেন জে জে টমসন। কণাটির নাম দেওয়া হল ইলেকট্রন। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেল, ইলেকট্রন চলাফেরার কারণে আসলেই আলো তৈরি হচ্ছে।

এভাবে লরেঞ্জের কথাই সত্যি প্রমাণিত হল। ইলেকট্রনের প্রকৃত আবিষ্কারের আগেই তার অস্তিত্ব অনুমানের কারণে ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার পান তিনি। আর ইলেকট্রন আবিষ্কারের জন্য টমসন নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৬ সালে। তখন আরেকটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি: আলো সৃষ্টি হয় কীভাবে?

কোনো পরমাণু যখন শক্তির সংস্পর্শে আসে (যেমন কোন বৈদ্যুতিক শক্তির ধাক্কা বা বিচ্যুত কোনো ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষ বা তাপ শক্তির সংস্পর্শ), তখন তা প্রবলভাবে আন্দোলিত হতে থাকে। এই বাড়তি শক্তি পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোকে উত্তেজিত করে। এতে ইলেকট্রন লাফ দিয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে দূরের কক্ষপথে চলে যায়। কিন্তু তাদের তো এখানে থাকার কথা নয়। তাই ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে তারা আবারও নিউক্লিয়াসের কাছে চলে যায়, অর্থাৎ ছোট কক্ষপথে সেটি করতে গিয়ে ইলেকট্রনগুলো কিছু শক্তি নিঃসৃত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাদের ওই বাড়তি শক্তি হারিয়ে যেতে পারে না, কোনো না কোনোভাবে শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবেই। তাই সেই শক্তিটা যেনো শূন্য থেকে ম্যাজিকের মতো আলোয় পরিণত হয়। সেই আলোই তাৎক্ষণিকভাবে হুড়োহুড়ি করে বাইরে বেরিয়ে আসে তার নিজস্ব বিখ্যাত গতিতে (সেকেন্ডে প্রায় এক লাখ ৮৬ হাজার মাইল)। আসলে একমাত্র এভাবেই আলো জন্ম নিতে পারে। পরমাণুর কেন্দ্রের দিকে ইলেকট্রন গেলে আপাতদৃষ্টিতে শূন্য থেকে আলো বেরিয়ে আসে।

কাজেই আলোকে দুটি তরঙ্গের সেট হিসেবে ভাবা যায়। একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এবং আরেকটা চুম্বকীয় তরঙ্গ। আবার একে ভরহীন কণা হিসেবেও ভাবা যায়, যার নাম ফোটন। আলোকে ফোটন কণা হিসেবে ভাবার পেছনে রয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবদান। ১৯০০ সালে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের খোলস ভেঙে তত্ত্বটার জন্ম দিয়েছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের অমীমাংসিত একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি বললেন, শক্তি নিঃসৃত হয় নিরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং তা নিঃসৃত হয় গুচ্ছ গুচ্ছ প্যাকেটের মতো। যাকে বলে কোয়ান্টা। এই ধারণা কাজে লাগিয়ে ১৯০৫ সালে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন আলবার্ট আইনস্টাইন। এটাও অনেকদিন ধরে অমীমাংসিত এক রহস্য ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে। আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে যাকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করে আইনস্টাইন দেখালেন, আলোকে যদি তরঙ্গ হিসেবে না ভেবে, গুচ্ছ গুচ্ছ কণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সমস্যাটা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। পরবর্তীতে আলোর সেই কণার নাম দেওয়া হয় ফোটন।

এভাবে বিজ্ঞানীরা এক সময়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ইতি সিঙ্ঘুর আন্দোলনে, ফিরবেন কৃষকরা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর।। দিল্লি সীমানায় ১৫ মাস ধরে চলা কৃষক আন্দোলনে আপাতত ইতি টানলেন কৃষকরা। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি চিঠি আসার পরই তাঁরা আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর আগে মোদি সরকারের তরফে কৃষকদের দাবি মেনে পদক্ষেপ করার খসড়া প্রস্তাব আসে। তারই আনুষ্ঠানিক চিঠি আসার পর বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেন কৃষক নেতারা। এই বৈঠকে সহমতের ভিত্তিতে তাঁরা ৩৭৮ দিনের আন্দোলনে আপাতত ইতি টানার সিদ্ধান্ত নেন। কেন্দ্রীয় কৃষি সচিবের পাঠানো চিঠিতে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টি প্রসঙ্গে সরকার প্রস্তাব দিয়েছে, সব কৃষকের জন্য এমএসপি নিশ্চিত করার পথ খুঁজতে কমিটি তৈরি করা হবে। সেই কমিটিতে কৃষক মোর্চার প্রতিনিধিরাও থাকবেন। কেন্দ্র চিঠিতে জানিয়েছে, আন্দোলনের সময় কৃষকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ। কেন্দ্রীয় সংস্থাও সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। অন্য রাজ্যগুলিকে এ নিয়ে অনুরোধ জানানো হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠিতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে কৃষকদের আপত্তির বিষয়গুলি নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা হবে। তার আগে ওই বিল সংসদে পেশ হবে না। খড় পোড়ানো বন্ধ করার আইনে কৃষকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের ধারা আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছে। চিঠিতে কেন্দ্র নিজে আন্দোলনে মৃত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস না দিলেও জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা আগেই ক্ষতিপূরণে সম্মতি জানিয়েছে। আন্দোলন প্রত্যাহার করার ঘোষণার পাশাপাশি শনিবার সকাল ৯টায় সিঙ্ঘু ও টিকরি সীমানায় একটি বিজয় মিছিল বার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কৃষকরা। ওই দিন থেকে তাঁবু সরানোও শুরু করবেন তাঁরা। ১৩ ডিসেম্বর পাঞ্জাবের কৃষকরা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা করবেন বলে জানা গিয়েছে। ১৫ জানুয়ারি ফের বৈঠক বসবে সংযুক্ত কিসান মোর্চা।

দিল্লির রোহিণী আদালত চত্বরে পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে বিস্ফোরণ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর।। আদালত চত্বরে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগে আইইডি বিস্ফোরক রেখে গিয়েছিল কেউ। সকালে আদালতের কাজ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ব্যাগ থেকে তীব্র বিস্ফোরণ হল দিল্লির রোহিণী আদালতে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটের ঘটনা। রোহিণী আদালতের দৈনন্দিন কাজ তখন সবে শুরু হয়েছে। আদালত চত্বরে আইনজীবী, পুলিশকর্মী এবং মামলাকারীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে মামলার শুনানিও। আচমকা বিস্ফোরণে দ্রুত আতঙ্ক ছড়ায়। বন্ধ হয়ে যায় শুনানি। পরে জানা যায়, বিস্ফোরণে এক পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর।বৃহস্পতিবার বিস্ফোরণের পরই আদালত চত্বরে এসে পৌঁছয় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, আদালতে কোনও ল্যাপটপ ফেটে ওই বিস্ফোরণ হয়েছে। পরে অবশ্য সেই ভুল ভাঙে। কিছুদিন আগে দুই গ্যাংস্টার দলের লড়াই হয়েছিল দিল্লির রোহিণী আদালতে। সেই ঘটনায় এক গ্যাংস্টার এবং তার দুই সঙ্গী আদালত চত্বরেই নিহত হয়। তারপরেই এই বিস্ফোরণ।তবে আদালত চত্বরে নিরাপত্তারক্ষী এবং সিসিটিভি ক্যামেরার নজর এড়িয়ে কে বা কারা ওই বিস্ফোরকের ব্যাগ এনে রেখেছিল, আদালতে তাদের কোনও নাশকতা ঘটানোর ছক ছিল কি না তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আপাতত এ বিষয়ে আর কিছু জানা যায়নি।

মহুয়াকে কড়া বার্তা মমতার

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর।। দলীয় কোন্দল নিয়ে কড়া বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নদিয়ার কৃষ্ণনগরে প্রশাসনিক সভায় প্রকাশ্যে দলীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে কঠোর বার্তা দিলেন তিনি। সাফ জানালেন, ভোটে কে, কোথা থেকে লড়বে, তা ঠিক করবে দল। সেই সিদ্ধান্তের কোনও নড়চড় হবে না। পাশাপাশিই, তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতার নির্দেশ, সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। চলতি মাসের ১৯ তারিখ কলকাতা পুরসভা দিয়ে শুরু হচ্ছে রাজ্যের পুরভোট প্রক্রিয়া। এর পর মে মাসের মধ্যে একে একে রাজ্যের সমস্ত বকেয়া পুরসভায় ভোট করানো হবে বলে আদালতে জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মুখ্যমন্ত্রীর এই দফার জেলা

সফরেও বার বার উঠে এসেছে আসন্ন পুরভোটের কথা। কোথাও প্রশাসকদের বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন আবার কোথাও অন্তর্দন্দ্ব মোকাবিলায় দিয়েছেন ধমক। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনেও তার অন্যথা হল না।কৃষ্ণনগরের পুর প্রশাসককে তিনি বলেন, খুব দ্রুতই হবে পুরভোট। এরপরই সাংসদ মহুয়াকে দলীয় অন্তর্দন্দ্ব নিয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতে মহুয়ার সঙ্গে দলনেত্রীর সম্পর্ক বরাবরই ভাল। গোয়ার বিধানসভা ভোটের আগে সেখানকার দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদকে পাঠিয়েছেন দলনেত্রী। পাশাপাশিই, দলের অন্দরে 'নাগরিক মুখ' হিসেবেও মহুয়াকে নম্বর দেন মমতা এমনই ধারণা ছিল তৃণমূলে। সেই মহুয়াকেই প্রকাশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন মমতা। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতার সঙ্গেই মঞ্চে বসেছিলেন মহুয়া। আর মঞ্চের নীচে বসেছিলেন কৃষ্ণনগরের পুর প্রশাসক নরেশ দাস। তাঁকে মমতা বলেন, খুব দ্রুতই ভোট হবে কৃষ্ণনগরে। তিনি যেন তৈরি থাকেন। তার পর প্রায় একই নিঃশ্বাসে সকলের সামনেই মমতা মঞ্চে আসীন মহুয়াকে সটান বলেন, "মহুয়া, আমি একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই! কে কার পক্ষে-বিপক্ষে আমার দেখার দরকার নেই। এই রাজনীতি এক দিন চলতে পারে, চিরদিন নয়। আর একই লোক চিরদিন একই জায়গায় থাকবে, এটা মেনে নেওয়াও ঠিক নয়। যখন ভোট হবে, দল ঠিক করবে কে প্রার্থী হবে। এখানে কোনওরকম

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাওয়াতের উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর।। তামিলনাড়ুতে কপ্টার দুর্ঘটনায় সেনা সর্বাধিনায়ক (সিডিএস) বিপিন রাওয়াতের অকাল প্রয়াণের পরে তাঁর উত্তরসূরি মনোনয়নে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। সরকারি সূত্রে খবর, মূলত দু'জনের নাম উঠে এসেছে আলোচনায়। প্রথম জন, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। দ্বিতীয় জন প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আর কে এস ভদৌরিয়া।পদমর্যাদা এবং সিনিয়রিটির বিচারে সেনা সর্বাধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল রাধাকৃষ্ণণ হরিকুমারও। কিন্তু তিনি নৌসেনার দায়িত্ব নিয়েছেন ৩০ নভেম্বর। তাই এত দ্রুত তাঁকে সরানো হবে না বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্রের দাবি। বর্তমান বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বিবেকরাম চৌধুরী দায়িত্ব নিয়েছেন মাত্র আড়াই মাস আগে। তাই তাঁর ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তবে আগামী সপ্তাহেই এ বিষয়ে চূড়ান্তে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে ওই সূত্র জানাচ্ছে। ২০১৯ সালে সেনা বিধি সংশোধন করে সেনা সর্বাধিনায়ক পদের পাশাপাশি সহকারী সেনা সর্বাধিনায়ক (ভাইস চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ) পদও তৈরি করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বর্তমানে সেই রয়েছেন, বায়ুসেনার এয়ার মার্শাল বলভদ্র রাধাকৃষ্ণ। কিন্তু সিনিয়রিটির বিচার করলে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

১৩ জনের দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বিপদের মুখে অ্যাম্বুল্যান্স

চেন্নাই, ৯ ডিসেম্বর।। দুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়ছে না! বুধবার এমআই-১৭ কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়াত -সহ ১৩ জন। বৃহস্পতিবার তাঁদের মরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়লো অ্যাম্বুল্যান্স। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর ওয়েলিংটন ডিফেন্স কলেজ থেকে মরদেহ সুলুরে নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। একাধিক অ্যাম্বুল্যান্সে দেহগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জানা গিয়েছে, একটি অ্যাম্বুল্যান্স ও একটি পাইলট পুলিশ ভ্যান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ জন পুলিশ কর্মী। তাঁদের স্থানীয় মেট্টুপালায়ম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অন্য অ্যাম্বুল্যান্সে সরিয়ে নেওয়া হয় দেহ। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ সেনা হাসপাতাল থেকে ওয়েলিংটন সেনা ক্যাম্পে আনা হয় জেনারেল বিপিন রাওয়াত-সহ ১৩ জনের দেহ। সেখান থেকে দুপুর ১২টা নাগাদ সুলুরের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয় ১৩ জনের দেহ। সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে তাদের দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিল্লিতে। আগামিকাল সকালে দিল্লিতেই হবে শেষকৃত্য। এদিকে কপ্টার দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং-কে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একথা জানিয়েছেন বরুণের বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্নেল কেপি সিং। তাঁর ছেলের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "আমি কিছু বলতে পারব না। তবে ওর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও এই মুহূর্তে স্থিতিশীল রয়েছে।" পরে তাঁদের প্রতিবেশী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইশান আরও জানিয়েছেন, "আমি কর্নেল কেপি সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি জানিয়েছেন, ওঁর ছেলে একজন যোদ্ধা এবং সে তার যুদ্ধে বিজয়ী হয়েই ফিরে আসবে।" উল্লেখ্য, দক্ষিণের পর্যটন কেন্দ্র উটি লাগোয়া পাহাড়ি উপত্যকা ওয়েলিংটনে অবস্থিত ভারতীয় সেনার একটি কলেজের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই দিল্লি থেকে সস্ত্রীক রওনা হয়েছিলেন প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত। সকাল ন'টায় দিল্লি থেকে তামিলনাড়ুর বায়ুসেনা ঘাঁটি সুলুরের দিকে উড়ে যায় তাঁর বিশেষ বিমান। সেখান থেকে ১০ মিনিটের মধ্যেই বিপিন রাওয়াত-সহ ১৪ জনকে নিয়ে ওয়েলিংটন উপত্যকার দিকে রওনা হয় ভারতীয় বায়ুসেনার অত্যাধুনিক রুশ হেলিকপ্টার এমআই-সেভেনটিন ভি ফাইভ কপ্টার। কিছুক্ষণ ওড়ার পর ভেঙে পড়ে সেটি।

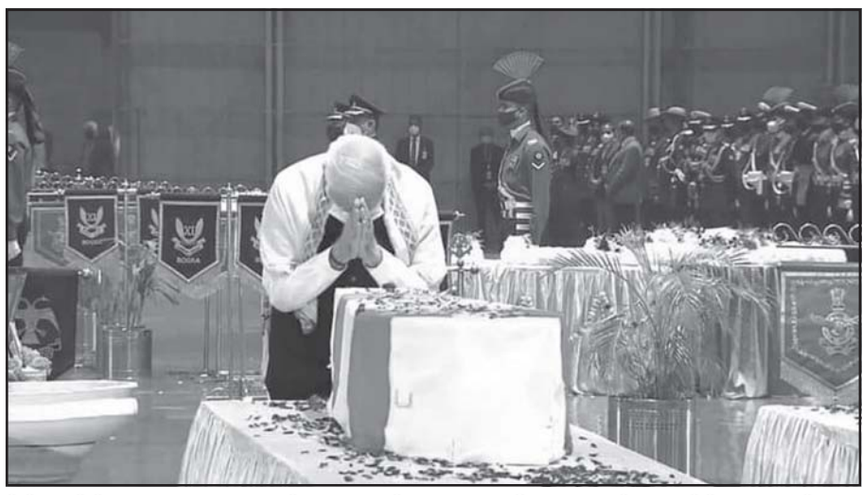

সিডিএস বিপিন রাওয়াত সহ সবার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। নয়াদিল্লিতে বৃহস্পতিবার।

চপার দুর্ঘটনার তদন্তে ৩ বহিনীর যৌথ কমিটি

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর।। তামিলনাড়ুর কুন্নুরে কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী-সহ মোট ১৩ জনের। বৃহস্পতিবার সংসদে বিবৃতি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানান, 'দুর্ঘটনায় মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেনার হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তি গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের। প্রয়োজনে তাঁকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হতে পারে। নিহতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য পালন করা হবে।' প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, ১২ টা ১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ১২ টা ৮ মিনিট থেকে সুলুর এয়ারবেসের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের সঙ্গে হেলিকপ্টারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্তের জন্য তিন বহিনীর যৌথ তদন্ত কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে বায়ুসেনা। তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন এয়ার মার্শাল মানবেন্দ্র সিং, জানিয়েছেন রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার কোয়েম্বাটোর থেকে মৃতদেহ নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আগামিকাল পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারটির ব্ল্যাকবক্স খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ওই ব্ল্যাকবক্স থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শারজিল ইমামের জামিন

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর।। অবশেষে জামিনে মুক্তি পেলেন ভীমা-কোরেগাঁও মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আইনজীবী-সমাজকর্মী সুধা ভরদ্বাজ। গত ৩ বছর তিনি জেলবন্দি ছিলেন। বুধবারই তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার বাইকুল্লার মহিলাদের সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পেলেন সুধা। উল্লেখ্য, এই মামলায় ১৬ জন অভিযুক্তের মধ্যে তিনিই প্রথম জামিন পেলেন। এদিকে এদিনই দিল্লি আদালতে জামিন মঞ্জুর হয়েছে শারজিল ইমামের। তিনি দিল্লির হিংসার ঘটনায় ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত। অভিযোগ, তিনি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন। বম্বে হাইকোর্ট গত ১ ডিসেম্বরই জামিন দিয়েছিল সুধাকে। সেই রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এনআইএ। শীর্ষ আদালত শুনানিতে জানিয়েছিল, "হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখছি না।" তখনই কার্যত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তাঁর জামিনের বিষয়টি। অবশেষে জামিনে মুক্তি পেলেন সুধা। ৫০ হাজার টাকা বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে এনআইএ'র বিশেষ আদালত। তবে তাঁকে জামিন দেওয়ার সময় বিশেষ শর্ত রেখেছে আদালত। সুধার গতিবিধির উপরে কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, প্রতি ১৫ দিন অন্তর তাঁকে সশরীরে কিংবা ভিডিও কলে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিতে হবে। এছাড়া ৬০ বছরের সমাজকর্মীকে তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে বলেও আদালত জানিয়েছে এবং তিনি মুম্বই ছাড়তে পারবেন না। যদি বিশেষ ক্ষেত্রে শহর ছাড়ার প্রয়োজন পড়ে, সেক্ষেত্রে তাঁকে আদালতের কাছে অনুমতি চাইতে হবে। মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে কথা বলা কিংবা আন্তর্জাতিক কলও করতে পারবেন না তিনি। পাশাপাশি বিশেষ আদালত জানিয়েছে, এই মামলা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেও কথা বলতে পারবেন না তিনি। আদালতের এই নির্দেশের প্রতিবাদ করে তাঁর আইনজীবী দাবি করেন, এই রায় বাক্ স্বাধীনতার পরিপন্থী। ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর এলগার

পরিষদ সম্মেলনে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার অভিযোগে এই মামলা রুজু হয়। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন সুধা ভরদ্বাজ। ২০১৮ সালের ২৮ আগস্ট তাঁকে গেফতার করা হয়। প্রথমে গৃহবন্দি করা হলেও মাস দুয়েক পরে ২৭ অক্টোবর তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়। এদিকে শারজিলের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি এফআইআর দায়ের করেছিল দিল্লি পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ, ধর্মীয়-জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো, শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গে উস্কানি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল। ৩ দিন পরে, ২৮ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে জামিন পেলেন তিনিও।

লাইফ স্টাইল

শীতের সন্ধেতে কফির সাথে বানিয়ে ফেলুন ব্রেড রোল

শীতের বিকেলগুলিতে মনটা খাই খাই করে অনেকেরই। দুধ দিয়ে বেশ ঘন করে বানানো চা বা কফির সাথে তেলেভাজা হলে মন্দ হয় না। তবে করোনার এই সময়ে বাইরে থেকে ভাজাভুজি না এনে, ঘরেই বানিয়ে দিন। এমনকী, আপনার পরিবারে কোনও খুদে সদস্য থাকলে তাকেও বানিয়ে খাওয়াতে পারেন এটা। দেখুন কীভাবে বানাবেন ব্রেড রোল।

উপকরণ

পাউরুটি (৪-৫ টুকরো), আলু সেদ্ধ করে চটকানো (মাঝারি মাপের ২টি আলু), পেঁয়াজ কুচি (১টি), ক্যাপসিকাম কুচনো (২ টেবিল চামচ), গাজর কুচনো (২ টেবিল চামচ), লঙ্কা কুচি (১/২ চা চামচ), ধনেপাতা কুচনো (১ চা চামচ), আদা-রসুন বাটা (১ চা চামচ), নুন (স্বাদমতো), লঙ্কার গুঁড়ো (১/২ চা চামচ),

গোলমরিচ গুঁড়ো (১/২ চা চামচ), চাট মশলা (১/২ চা চামচ), ব্রেড ক্রাম্বস (১ কাপ), তেল (ভাজার জন্য)

পদ্ধতি

প্রথমে পাউরুটির ধারে থাকা খয়েরি অংশ কেটে নিন। এবার তা হাত দিয়ে ভালো করে গুঁড়িয়ে নিয়ে একটা বড় বাটিতে রাখুন। তাতে সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, গাজর, কাঁচা লঙ্কা, নুন, চাট মশলা, গোলমরিচ, লঙ্কার গুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা, ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিন। ভালো করে মেখে নিন। এবার তা চপের আকারে গড়ে নিন। তারপর তার গায়ে ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে কোটিং তৈরি করে রাখুন। এবার কড়াইতে তেল গরম করুন। ব্রেড রোলগুলো দিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন। সস আর স্যালাডের সাথে পরিবেশন করুন।

রুদ্ধশ্বাস জয় অনূর্ধ্ব ১৯ দলের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহার ট্রফিতে রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিলো অনূর্ধ্ব ১৯ দল। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া মাঠে ৮ রানে পরাস্ত করলো বিহারকে। যদিও একটা সময় পরাজয়ের আশঙ্কা প্রবল হয়েছিল রাজ্য দলের। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮ রানে জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা। এটা মানতেই হবে গ্রুপে ত্রিপুরা এবং বিহার-ই সবচেয়ে দুর্বল দল। ফলে দুইটি দলের সামনেই জয়ের সুযোগ ছিল। বাজিমাত করলো ত্রিপুরা। চারদিন ধরে ম্যাচের পাল্লা বেশ কয়েকবার উঠা-নামা করেছে। প্রথম দুইদিন ম্যাচ ত্রিপুরার দিকে ঝুঁকেছিল। তৃতীয় দিন ম্যাচের লাগাম হাতে তুলে নেয় বিহার। বৃহস্পতিবার ম্যাচের চতুর্থ তথা শেষ দিনের প্রথম এক ঘণ্টাতে বিহারের পাল্লা ভারি ছিল। এরপরই আকস্মিকভাবে ম্যাচের পটপরিবর্তন হয়। কুমার শ্রেয় এবং কৃত সাহানি দূরন্ত ছন্দে ব্যাটিং করছিল। এই দুই ব্যাটসম্যান পর পর ফিরে যাওয়ার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বিহার। তাদের টেলএন্ডার ব্যাটসম্যানরা দলকে কোন সাহায্যই করতে পারেনি। ফলে পরাজয়ের আশঙ্কা জেগে উঠলেও শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা। সন্দীপ, সৌরভ, অর্কজিৎ এই তিন স্পিনার বেশ ভালো বোলিং করলো। কেউ কেউ উইকেট নিতে সফল। আবার কেউ টাইট বোলিং করে রান উঠার গতিকে শ্লথ করে দিয়ে ব্যাটসম্যানদের চাপে ফেলে দিতে সক্ষম। বলা যায়, একটি কমপ্লিট টিম গেম খেলে জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরার ১৯৩ রানের জবাবে বিহারের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৭০ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ত্রিপুরা। মাত্র ১৪৫ রান করতে সক্ষম হয়। ২৬৮ রানে এগিয়ে থাকে রাজ্য দল। ২৬৯ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে বেশ ভালো জায়গায় ছিল বিহার। দীপক (৮৪) এবং তরুণ কুমার সিং-র (৫৬) সৌজন্যে তাদের রান ছিল ৪ উইকেটে ১৯৯। বৃহস্পতিবার বিহারের হয়ে ইনিংস শুরু করে কুমার শ্রেয় এবং কৃত সাহানি। এই দুই ব্যাটসম্যান বেশ সাবলীল ভঙ্গিতেই খেলতে থাকে। শুরুর দিকে কোন সাফল্যই পায়নি ত্রিপুরার বোলাররা। এই দুই ব্যাটসম্যান দলকে পৌঁছে দেয় ২২৫ রানে। এরপর আকস্মিক পতন ঘটে। কুমার শ্রেয় ৪০ রানে ফিরে যায়। একা হয়ে পড়ে কৃত সাহানি। যদিও মরিয়া চেষ্টা শুরু করে এই ব্যাটসম্যান। তবে অন্য সহ-ক্রিকেটারদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পায়নি। কুমার শ্রেয় ফিরে যাবার পর অনেক উৎসাহী হয়ে উঠে ত্রিপুরার বোলাররা। শেষ পর্যন্ত ২৬০ রানে শেষ হয় বিহারের ইনিংস। ৮ রানে জয় তুলে নেয় ত্রিপুরা। ৩৪ রানে অপরাজিত থাকে কৃত সাহানি। ত্রিপুরার হয়ে সন্দীপ সরকার, সৌরভ দাস ৩টি করে উইকেট নেয়। এছাড়া দুর্লভ রায় ২টি এবং অর্কজিৎ দাস, আনন্দ ভৌমিক ১টি করে উইকেট নিয়েছে। আগামী ১৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ বাংলা। নিঃসন্দেহে প্রবল প্রতিপক্ষ। বিহারের বিরুদ্ধে জিতলেও ব্যাটসম্যানদের হাল খুবই শোচনীয়। কোন ইনিংসেই ২০০ রানের গণ্ডী পার করতে পারেনি। বাংলার মতো দল কিন্তু এই রানটাও করতে দেবে কি না সন্দেহ। বোলাররা বার বার ম্যাচ জিতিয়ে দেবে এমনটা হতে পারে না। এদিন ত্রিপুরার ফিল্ডিং দুর্দান্ত হয়েছে। দুইটি দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছে দুর্লভ রায়। পাশাপাশি গ্রাউন্ড ফিল্ডিংও ভালো হয়েছে। আম্পায়ারের কিছু সিদ্ধান্ত নাকি ত্রিপুরার বিপক্ষে গিয়েছে। না হলে ম্যাচ আরও আগেই শেষ হতো। রাজ্যের ক্রিকেট মহল খুশি। একের পর এক পরাজয়ের পর অবশেষে একটি জয় এসেছে। এই জয় নিশ্চয় দলকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। যদিও প্রতিপক্ষ বাংলা তাই একটা আশঙ্কাও থাকছে।

নজির গড়লো অর্কজিৎ দাস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ অনূর্ধ্ব ১৯ কোচবিহার ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে ত্রিপুরা। সন্দীপ সরকার, সৌরভ দাস, অর্কজিৎ দাস তিন স্পিনারের সৌজন্যে রুদ্ধশ্বাস জয় এসেছে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩টি উইকেট তুলে নিয়েছে অর্কজিৎ। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিহারের ব্যাটসম্যানরা তার বোলিং-র বিরুদ্ধে একটিও বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি মারতে পারেনি। প্রথম ইনিংসে ১৩ ওভার বোলিং করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে করে ২৫ ওভার। সবমিলিয়ে ৩৮ ওভার বোলিং করেছে অর্কজিৎ। একটিও বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি মারতে দেয়নি অর্কজিৎ। জাতীয় আসরে ত্রিপুরার কোন বোলারের এরকম কৃতিত্ব এই প্রথম। সন্দীপ, সৌরভ-রা উইকেট তুলে নিয়েছে। আর অর্কজিৎ টাইট বোলিং করে বিপক্ষে রান উঠার গতিকে স্তিমিত করে দিয়েছে। যা এক কথায় অনবদ্য।

রবি প্রীতিই কাল হলো বিরাট-র

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ দেশিয় ক্রিকেট সার্কিটে প্রায় বন্ধুহীন রবি শাস্ত্রী। এই অবস্থায় এগিয়ে এসেছিলেন বিরাট কোহলি। ঠিক কোন কারণে রবি শাস্ত্রী-কে নিজের ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার এবং গাইড বানিয়ে ফেলেছিলেন কোহলি সেই কারণটা কোন দিনই হয়তো জানা যাবে না। কিন্তু এই অত্যধিক রবি প্রীতিই কাল হলো বিরাট-র। এমনটাই মনে করছে ক্রিকেট মহল। টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটের নেতৃত্ব থেকে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেবেন এমনটাই ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বোর্ড তাকে সেই সুযোগটা দিলো না। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য হলো, রবি এবং কোহলি-র যুগলবন্দিতে ভারতীয় ক্রিকেট অবশ্যই সমীহ জাগানো শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এর পেছনে মূল কৃতিত্ব হলো ভারতের শক্তিশালী ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামো এবং আইপিএল-র। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিভা উঠে আসছে। এক সাথে তিনটি আন্তর্জাতিক মানের দল গড়ার মতো পর্যাপ্ত ক্রিকেটার রয়েছে ভারতের কাছে। তারপরও আইসিসি চ্যাম্পিয়নশীপে পাকিস্তানের মতো সাধারণ দলের কাছে হেরে যেতে হয়। আইসিসি বিশ্বকাপে দূরন্ত ছন্দে থাকা ভারত হেরে যায় নিউজিল্যান্ডের কাছে। এরপর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনালেও নিউজিল্যান্ডের কাছে হারতে হয়েছিল। বিসিসিআই-র একটা মহলের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পরাজয়গুলি মোটেই ক্রিকেটিয় কারণে হয়নি। রবি শাস্ত্রী-র উর্বর মস্তিস্ক পরাজয়গুলিকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রথম পর্যায়ে শাস্ত্রী যখন কোচ ছিল তখনই কোহলি-র সাথে তার ঘনিষ্ঠতার শুরু। এরপর সৌরভ গাঙ্গুলি-র নেতৃত্বে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্ত্রী-কে কোচিং-র দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। অনিল কুম্বলে-র মতো কিংবদন্তী ক্রিকেটারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক বছর সফলভাবেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন কুম্বলে। কিন্তু বিরাট-র মন জিততে পারেননি। তিন ফরম্যাটেই তখন নেতৃত্বে বিরাট। বোর্ডের কাছে যখন যা আবদার করেন তাই মেনে নিতে বাধ্য হয় বোর্ড। তাই এক বছর পরই বিরাট-র নির্দেশে কুম্বলে-কে সরিয়ে দিতে হয়। ফের কোচিং-র দায়িত্বে আসেন রবি শাস্ত্রী। এরপর বিশ্ব ক্রিকেটে ফের শুরু হয় শাস্ত্রী-কোহলি'র অভিযান। এই অভিযান ভারতীয় ক্রিকেটকে র‍্যাঙ্কিং-এ সেরা করলেও গুরুত্বপূর্ণ আসরগুলিতে চরমভাবে ব্যর্থ। বোর্ড চেয়েছিল এই যুগলবন্দিকে ভাঙতে। শাস্ত্রী-কোহলি'র যুগলবন্দি অনেক রহস্যময় ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এটা কিন্তু বোর্ডের নজর এড়ায়নি। ফলে শাস্ত্রী সরে যেতেই বিরাট-কেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক বছর পর যদি টেস্টের নেতৃত্বও হারিয়ে বসেন বিরাট অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অত্যধিক শাস্ত্রী প্রীতি বিরাট-কে এই পথে এনে দাঁড় করিয়েছে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল।

পুদুচেরির কাছে হেরে গিয়ে বিজয় হাজারেতে লড়াই কঠিন বাংলার

তিরুঅনন্তপুরম, ৯ ডিসেম্বর।। বৃষ্টির কারণে জেতা ম্যাচ হেরে গেল বাংলা। ফলে বিজয় হাজারে ট্রফিতে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়দের লড়াই কঠিন হয়ে গেল। শাহবাজ আহমেদের দুরন্ত ইনিংস সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার পুদুচেরির বিরুদ্ধে ভিজেডি নিয়মে আট রানে হেরে গিয়েছে বাংলা। মঙ্গলপুরমের কেসিএ গ্রাউন্ডে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলার অধিনায়ক সুদীপ। আগের ম্যাচে অর্ধশতরানকারী অভিষেক দাস বৃহস্পতিবার মাত্র আট রানে ফিরে যান। তবে শ্রীবৎস গোস্বামী এবং সুদীপ বাংলার ইনিংসকে টানতে থাকেন। তবে পরপর শ্রীবৎস (৪৫), সুদীপ (২৭) এবং কাইফ আহমেদকে (০) হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় বাংলা। এরপর বাংলার ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যান ঋত্বিক রায়চৌধুরি (৩২) এবং সুমন্ত গুপ্ত (২২)। তবে বাংলাকে ভাল রানে পৌঁছতে সাহায্য করে শাহবাজের ঝোড়ো ইনিংস। মাত্র ৬০ বলে ৮৫ রানে অপরাজিত থাকেন শাহবাজ। মেরেছেন আটটি চার এবং চারটি ছয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেটে ২৬৪ তোলে বাংলা। জবাবে দুই ওপেনার রামচন্দ্রণ রঘুপতি (১৫) এবং দামোদরণ

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আজ বৈঠক টিএফএ-তে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ রাখাল শিল্ড নক্‌আউট ফুটবল নিয়ে আগামীকাল বিকাল পাঁচটায় টিএফএ অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। 'এ' ডিভিশনের সমস্ত ক্লাবগুলিকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মূলতঃ রাখাল শিল্ড ফুটবল পরিচালনা নিয়ে ক্লাবগুলির সাথে আলোচনার জন্য এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। টিএফএ-র তরফে যুগ্মসচিব পার্থ সারথী গুপ্ত এই সংবাদ জানিয়েছেন।

একই সিরিজে দু'টি দিন-রাতের টেস্ট! অ্যাশেজে হতে চলেছে অভিনব ঘটনা

ক্যানবেরা, ৯ ডিসেম্বর।। চলতি অ্যাশেজ সিরিজে অভিনব ঘটনা ঘটতে চলেছে। এই প্রথম একটি সিরিজের দু'টি টেস্ট ম্যাচ দিন-রাতের হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নিক হকলি। যদিও কোথায় সেই টেস্ট ম্যাচ হবে তা এখনও জানা যায়নি। যেখানেই হোক না কেন, সেটি গোলাপি বলেই খেলা হবে। কোভিড-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে পঞ্চম টেস্ট সরানো হয়েছে পার্থ থেকে। মেলবোর্ন, ক্যানবেরা এবং সিডনি এই টেস্ট আয়োজনের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ক্যানবেরা বাদে বাকি দু'টি জায়গাতেই সিরিজের একটি করে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

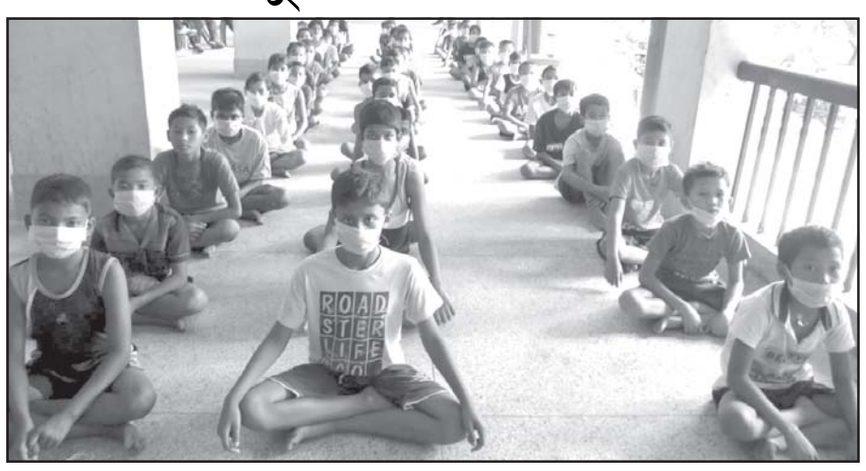

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলো। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের পারদর্শীতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে আগামী শিক্ষাবর্ষে ভর্তি করা হবে। দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা, সিপাহিজলা জেলা, খোয়াই জেলা এবং পশ্চিম জেলার নির্বাচিত খেলোয়াড়রা এই সুযোগ নিতে পারবে। বুধবার থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগামীকাল পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। পশ্চিম জেলা থেকে ৩ জন, খোয়াই জেলা থেকে ১২ জন, সিপাহিজলা জেলা থেকে ৩ জন, গোমতী জেলা থেকে ১৯ জন এবং দক্ষিণ জেলা থেকে ৯ জন বালক-বালিকা এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই ভর্তি প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক সচিব হলেন ক্রীড়া আধিকারিক ধীমান বিশ্বাস। পাশাপাশি আগামী ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলেও একইভাবে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হবে। সেখানে ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিতে পারবে। দুইটি স্পোর্টস স্কুলে এই ভর্তি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ক্রীড়া আধিকারিক শান্তনু সূত্রধর-র নেতৃত্বে ১১ জনের একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়েছে। যার আহ্বায়ক হলেন মানিক লাল দেব।

দ্বিতীয় ডিভিশন সরে গেলো পুলিশ মাঠে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ টানা কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণের ফলে উমাকান্ত মাঠ এক প্রকার বেহাল। দ্বিতীয় ডিভিশনের একটি ম্যাচও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ৬ ডিসেম্বর উদ্‌বোধন হলেও ম্যাচ হয়নি। পরের তিনদিনও ম্যাচ হয়নি। বৃহস্পতিবারও উমাকান্ত মাঠের হাল খুব খারাপ। ফলে বাধ্য হয়ে আগামীকালের ম্যাচটি এডিনগর পুলিশ মাঠে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টিএফএ-র তরফে যুগ্মসচিব পার্থ সারথী গুপ্ত জানান, আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। তারা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ মাঠে দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচগুলি হবে। তবে এর আগে যদি উমাকান্ত মাঠ ঠিক হয়ে যায় এই ম্যাঠেই ম্যাচ হবে। আগামীকাল দুপুর আড়াইটায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম মৌচাক পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রসঙ্গত, ৬ ডিসেম্বর আসরের উদ্‌বোধন হলেও আগামীকালই দ্বিতীয় ডিভিশনের প্রথম ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা।

বিশাল-র শতরানে ফের সহজ জয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ অরুণাচল প্রদেশের পর এবার মণিপুরকেও উড়িয়ে দিলো ত্রিপুরা। বিজয় হাজারে ট্রফিতে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিলো। প্রথমে ব্যাটসম্যানরা রানের পাহাড় গড়লো। এরপর দুর্বল মণিপুরকে আটকাতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না বোলারদের। ত্রিপুরা সত্যিই ভাগ্যবান। পূর্বোত্তরের দলগুলির বিরুদ্ধে এখন জাতীয় আসরে খেলতে পারছে। যদিও পচা শামুকেও পা কেটে যায়। তার প্রমাণ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পাওয়া গিয়েছে। মেঘালয়ের কাছে হেরে যেতে হয়েছে দলকে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত সব কিছু ঠিকভাবে চলছে। এদিন জয়পুরে ত্রিপুরার হয়ে দূরন্ত শতরান করলো বিশাল ঘোষ। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মাত্র একটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিল। তবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় রয়েছে বিশাল। টানা দুইটি ম্যাচে খেলেছে। প্রথম ম্যাচে না পারলেও এদিন মণিপুরের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠলো তার ব্যাট। রাজ্যের সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রতিভা। শুরু থেকেই জুনিয়রের পাশাপাশি সিনিয়র আসরেও নিজের জাত চিনিয়েছে। ত্রিপুরার ভূমিপুত্র হিসাবে বিশাল-ই প্রথম রঞ্জি ট্রফিতে দ্বি-শতরান করেছিল। কিন্তু সাফল্য অনেকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। বিশাল-র ক্ষেত্রেও সম্ভবত সেটা হয়েছিল। উপযুক্ত গাইডেন্সের অভাবে ক্রিকেট বহির্ভূত কাজে বেশি মনোযোগ দেয়। ফলে ব্যাট থেকে হারিয়ে যায় রান। দল থেকেও বাদ পড়তে হয়। মণিপুরের বিরুদ্ধে এদিনের এই শতরান হয়তো তাকে ফের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। টসে জিতে মণিপুর প্রথমে ত্রিপুরাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ওপেনার সম্রাট শুরুটা ভালো করলেও বড় ইনিংস গড়তে পারেনি। মাত্র ১৮ রানে বিদায় নেয়। এরপর বিশাল-র সাথে যোগ দেয় সমিত গোয়েল। সমিত এবং বিশাল ৯২ রানের একটি জুটি গড়ে তুলে। সমিত ৪৬ রানে ফিরে যাবার পর বিশাল-র সাথে জুটি বাঁধে পবন। দুর্দান্ত খেলে এই জুটি দলের ইনিংসকে মজবুত করে। অবশ্য মণিপুরের অতি সাধারণ মানের বোলিংও তাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে। ১৬২ রান উঠে এই জুটিতে। পবন ৮০ রানে অপরাজিত থাকে। অন্যদিকে, বিশাল ১১৯ রানের একটি দূরন্ত ইনিংস খেললো। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২ উইকেটে ২৭৩ রান করে ত্রিপুরা। বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অনভিজ্ঞ মণিপুর শুরু থেকেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। প্রফুল্লমণি (১৬) এবং নরসিংহ যাদব (১৬) দুই ওপেনার দ্রুত ফিরে যায়। এরপর জয়ন্ত (২৫) কিছুটা চেষ্টা করে। একটা সময় মণিপুর ৯৪ রানে ৫ উইকেট হারায়। তখনই ত্রিপুরার জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ত্রিপুরার বোলারদের সুনিয়ন্ত্রিত বোলিং-র সামনে রান তোলার গতি থমকে যায় মণিপুরের। এই অবস্থায় লাংলানিয়াম্বা এবং জনসন প্রতিরোধ গড়ে তুলে। যদিও ওভারও শেষ হয়ে আসছিল। তবু এই দুই ব্যাটসম্যান একটা মরিয়া চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮৭ রানে থেমে যায় মণিপুরের ইনিংস। ৯৩ রান উঠে এই জুটিতে। লাংলানিয়াম্বা ৭৮ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকে। অন্যদিকে, জনসন করে ২৯ রান। ত্রিপুরার হয়ে মণিশংকর, রানা, রাহিল, অমিত ১টি করে উইকেট নেয়। আগামী ১১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ সিকিম। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সবকয়টিতে সাবলীলভাবে হারালেও মেঘালয়ের কাছে একেবারে উড়ে গিয়েছিল রাজ্য দল। ফলে চলতি আসরেও মেঘালয়ই বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হবে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আপাতত টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বাকি দলগুলির বিরুদ্ধে সহজ জয় তুলে নেওয়া। তাহলে মেঘালয়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে ক্রিকেটাররা অনেক আত্মবিশ্বাসী থাকবে। অভিজ্ঞতা কিংবা ক্রিকেটিয় কৌলিন্যের বিচারে পূর্বোত্তরের এই দলগুলির চাইতে ত্রিপুরা অনেকটা এগিয়ে। কিন্তু ঘটনা হলো, প্রতিটি দলেই তিন জন করে পেশাদার ক্রিকেটার রয়েছে। এই পেশাদাররা কিন্তু যে কোন সময় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই টানা দুইটি ম্যাচ সহজে জিতলেও এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে ত্রিপুরাকে। প্রথম ম্যাচে সমিত, পবন, মণিশংকর, রজত-রা রান পেয়েছে। এদিন রজত বা মণিশংকর-কে নামতেই হয়নি। তাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছে বিশাল। অর্থাৎ ত্রিপুরার টপঅর্ডার ব্যাটিং ছন্দে আছে। এই বিষয়টাই আপাতত ত্রিপুরাকে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে।

অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট

ছেলেদের ভিনরাজ্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন বলে দাবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ প্রাথমিকভাবে যা খবর তাতে আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে পারে বিসিসিআই-র ২০২১-২২ ক্রিকেট সিজনের অনূর্ধ্ব ১৬ ছেলেদের বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির আসর। গত বছর অবশ্য করোনার জন্য বোর্ডের অনূর্ধ্ব ১৬ বা বয়সভিত্তিক কোন ক্রিকেট হয়নি। তবে এই বছর ধীরে ধীরে বিসিসিআই তার সব নির্বাচিত জাতীয় ক্রিকেট শুরু করতে চলছে। প্রাথমিকভাবে যা খবর, তাতে আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে পারে বিসিসিআই-র অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট। আগে এই অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি তিনদিনের হতো। যেহেতু এই বছর সময় কম এবং এখনও অনূর্ধ্ব ১৮ করোনার টিকা শুরু হয়নি তাই বিসিসিআই দুইদিনের খেলা করবে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে। তবে বিসিসিআই অনূর্ধ্ব ১৬ এই বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেট শুরু করার আগে প্রতিটি রাজ্যের ক্রিকেটারদের প্রকৃত বয়স নাকি কঠোরভাবে যাচাই করার কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার সম্ভাব্য অনূর্ধ্ব ১৬ দলের ক্রিকেটারদের বয়স যাচাই তথা মেডিক্যাল টেস্ট হয়ে গেছে। এখন দেখার, মেডিক্যাল টেস্টে কত জন পাস করতে পারে। অবশ্য বয়স সংক্রান্ত ঝামেলায় ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ ছেলেদের দলকে এবার বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে। একদিনের অনূর্ধ্ব ১৯ দল গঠনে টিসিএ-র জুনিয়র নির্বাচক কমিটিকে কয়েকবার তালিকা বদল করতে হয়েছে। এই অবস্থায় এখন দেখার, অনূর্ধ্ব ১৬ দলের কত জন মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হয়। এদিকে, আপাতত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির চূড়ান্ত ক্রীড়াসূচি ঘোষণা না করা হলেও গ্রুপ বিন্যাস এবং কোথায় খেলা হবে তা বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেটে ত্রিপুরাকে পূর্বাঞ্চল জোনে রাখা হয়েছে। এই পূর্বাঞ্চল জোনে ত্রিপুরা ছাড়া রয়েছে বাংলা, অসম, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা। বলা চলে, রীতিমত কঠিন গ্রুপ। বোর্ডের ঘোষণা মতো, পূর্বাঞ্চলের খেলাগুলি হবে গুয়াহাটিতে। এখন পর্যন্ত যা তথ্য, তাতে ত্রিপুরাকে ৩ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে রিপোর্ট করতে হবে। ৩-৬ জানুয়ারি দলের নিভৃতবাস। ৭-৮ জানুয়ারি দুইদিন প্র্যাকটিস। ৯-১২ জানুয়ারির মধ্যে ত্রিপুরা চারটি ম্যাচ খেলবে। প্রতিটি ম্যাচ হবে দুইদিনের। দুইটি দলের প্রথম ইনিংস হবে ৯০ ওভার সীমিত। এক ইনিংসে একজন বোলার ২০ ওভারের বেশি বোলিং করতে পারবে না। ম্যাচে সরাসরি জয় পেলে ৫ পয়েন্ট। অসমাপ্ত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নিলে তিন পয়েন্ট। ম্যাচ টাই বা অসমাপ্ত হলে দুইটি দল দুই পয়েন্ট করে পাবে। ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি চলছে এমবিবি এবং পুলিশ অ্যাকাডেমিতে। তবে ভিনরাজ্যে অনূর্ধ্ব ১৬ দল আদৌ প্রস্তুতি নিতে যাবে কি না তা জানা নেই। তবে এখানে অনূর্ধ্ব ১৫ সদর গতবারের অসমাপ্ত ফাইনালে খেলার সুযোগ পেয়েছে রাজ্য দলের কয়েক জন। তিনদিনের ম্যাচে অবশ্য কয়েক জন নজর কেড়েছে। তবে তারা সবাই মেডিক্যাল টেস্টে পাস করে কি না তাও দেখার। তবে ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৬ দলের আরও কিছু ভালো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা দরকার ছিল বলে দাবি।

কর্তাদের পকেট ভারি করে

জাতীয় হকিতে নামছে ত্রিপুরা বেখবর রাজ্যের খেলোয়াড়রা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ঃ এখন পর্যন্ত যা খবর তাতে মহারাষ্ট্রের পুণা শহরে ১১-তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলছে। তবে এই খবর হকি ইন্ডিয়া সূত্রে। যদিও ত্রিপুরা হকি এনিয়ে এখন পর্যন্ত কোন বিবৃতি বা বক্তব্য জানায়নি। সুতরাং এখানে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে, কোন বদ মতলব নিয়েই জাতীয় সিনিয়র হকিতে ত্রিপুরা দল যে অংশ নিতে চলছে তা এখানে গোপন রাখা হচ্ছে। অবশ্য যে রাজ্যে বছরে হাতে-গোনা কয়েকটা দিন হকি খেলা হয়। যে রাজ্যে মাত্র একটি হকি খেলার মাঠ রয়েছে সে রাজ্যে জাতীয় সিনিয়র হকিতে খেলার মতো দল বা খেলোয়াড় মিলবে কিভাবে। অতএব হকি ইন্ডিয়ার কাছে ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে রাজ্য হকি দল নিশ্চয় জাতীয় সিনিয়র হকিতে অংশ নিতে চলছে বলে অভিযোগ। জানা গেছে, হকি ইন্ডিয়ার তরফে যে ঘোষণা তাতে ত্রিপুরার সিনিয়র হকি দল (পুরুষ) খেলবে 'ই' গ্রুপে। এই 'ই' গ্রুপে ত্রিপুরা ছাড়া রয়েছে চণ্ডীগড়, মণিপুর এবং রাজস্থান। আগামী ১১ ডিসেম্বর শুরু এই পুরুষদের জাতীয় সিনিয়র হকি। প্রথম দিনেই মাঠে নামবে ত্রিপুরা। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ত্রিপুরা বনাম মণিপুরের ম্যাচ। ১৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচ। দুপুর ২.১৫ মিনিটে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ রাজস্থান। ১৫ ডিসেম্বর নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে ত্রিপুরা। দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে ত্রিপুরা বনাম চণ্ডীগড়। জানা গেছে, ত্রিপুরায় ভালো হকি খেলোয়াড় নেই এই তথ্য হকি ইন্ডিয়াকে দিয়ে অন্য রাজ্য থেকে এনওসি নিয়ে ভিনরাজ্যের হকি খেলোয়াড় খেলছে ত্রিপুরা দলে। রাজ্যের এক হকি কোচ কাম কর্তা অভিযোগ করে বলেন, বছরের পর বছর ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়রা এনওসি এনে ত্রিপুরার হয়ে খেলছে। এখানে বড় ধরনের আর্থিক লেন-দেন হতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তার অভিযোগ, হকি ইন্ডিয়া আসলে ভোটের রাজনীতি করতেই এই ধরনের অনিয়মকে দিনের পর দিন মদত বা

যান সন্ত্রাসে নিহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ৯ ডিসেম্বর ।। গাড়ির ধাক্কায় নিহত এক যুবক। এই ঘটনা আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের জিরানিয়া থানার কলাবাগান এলাকায়। নিহত যুবকের নাম বিজয় দেবনাথ (৩২)। তিনি কাজ সেরে বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় গাড়ির জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। রাস্তার মধ্যেই তাকে একটি বলেরো পিকআপ ভ্যান ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে তাকে দমকলের গাড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপিতে আনার পর চিকিৎসকরা বিজয় দেবনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই মৃত্যুর ঘটনায় খুনি গাড়িকে এখনও আটক করতে পারেনি পুলিশ।

আক্রান্ত মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ডিসেম্বর।। সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে মা ও ছেলের হাতে আক্রান্ত গ্রামের এক প্রতিবেশী মহিলা। গুরুতর আহত অবস্থায় আক্রান্ত মহিলাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন পশ্চিম নবীনগর

এলাকায় প্রতিবেশী শিখা চক্রবর্তীর সাথে রত্না দাসের কোনো একটি বিষয় নিয়ে বাক্‌বিতন্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, পরবর্তী সময় শিখা চক্রবর্তীর ছেলে প্রসন চক্রবর্তী কাঠের টুকরো দিয়ে রত্না দাসের উপর আক্রমণ চালায়। সাথে শিখা চক্রবর্তীও ওই মহিলাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। একটা সময় রত্না দাস রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এলাকাবাসী ঘটনাটি দেখে ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন এবং বিশালগড় মহকুমা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মন্দিরে চুরিকাণ্ডে ক্ষুব্ধ নাগরিকদের অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/চুরাইবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর।। শিব মন্দিরে চুরির প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে সাধারণ নাগরিকরা। উত্তেজিত জনতা প্রায় ২ ঘন্টা কদমতলা-ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে কদমতলা থানার ওসি ঘটনাস্থলে এসে চোর ধরার আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার হয়। কদমতলা থানার অন্তর্গত ইচাইলালছড়ার শিব মন্দিরে চোরের দল হানা দেয়। প্রণামী বাক্স থেকে নগদ টাকা এবং অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায় চোরের দল। এর আগেও চার থেকে পাঁচবার একই ধরনের ঘটনা হয়েছিল। পুলিশ বার বার চোর ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। আগের ঘটনাগুলির রেশ কাটার আগেই ফের চোরের দল শিব মন্দিরে হানা দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা মন্দিরের পাশে কদমতলা-ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে বসে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। তিনি নাগরিকদের আশ্বস্ত করেন চোরদের ধরার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারপরই নাগরিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে। কি কারণে এই ধরনের চুরির ঘটনা বার বার ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে নাগরিকরা। নিরাপত্তা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বহুচর্চিত মামলায় কারাদণ্ড, জামিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারককে হেনস্থার দায়ে তিন সিপিএম নেতাকে কারাদণ্ড দিলো আদালত। তিনজনকেই দুই বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যদিও এদিনই তিনজন আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেছেন। তারা হলেন সিপিএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, মহকুমা কমিটির সদস্য ত্রিলোকেশ সিন্‌হা এবং কৃষক সভার বিভাগীয় সম্পাদক বাবুল দেবনাথ। বিলোনিয়ায় তিনজনই সিপিএম'র প্রভাবশালী নেতা। আগামী এক মাসের মধ্যে তাদেরকে জেলা আদালতে আবেদন করতে হবে। ২০১৫ সালে ভারত বন্‌ধকে কেন্দ্র করে বিচারক হেনস্থার ঘটনাটি হয়েছিল। ওই বছরের ২ সেপ্টেম্বর বামপন্থী সংগঠনগুলি ভারত বন্‌ধ ডেকেছিল। বন্‌ধের সমর্থনে রাজ্যেও প্রভাব পড়ে। সিপিএম'র পক্ষ থেকে কিছু জায়গায় পিকেটিং করা হয়। পিকেটাররা বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতেও যান। বন্‌ধের দিন রাজ্যের আদালতগুলি খোলা ছিল। বামপন্থী সংগঠনের নেতা কর্মীরা বন্‌ধের সমর্থনে যায় জেলা আদালতে। সেখানে পিকেটাররা আদালতের গেটের সামনে পতাকা লাগিয়ে দেন। এখানেই তৎকালীন জেলা ও দায়রা বিচারক রুহিদাস পাল বন্‌ধ উপেক্ষা করে আদালতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সেখানেই বিচারককে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নেয়। মামলার নম্বর ১১৩/২০১৫। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সাবইন্‌সপেকটর শঙ্কর সাহাকে। ওই সময় মামলা গড়িয়েছিল ত্রিপুরা উচ্চ আদালতেও। ৬ বছর ধরে মামলার শুনানি চলে বিলোনিয়া প্রথম শ্রেণি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া আদালতের প্রথম শ্রেণির বিচারক মিত্রা দাস বহুচর্চিত এই মামলায় রায় ঘোষণা করেন। তিনি তিনজনকেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭ এবং ৩৫৩ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। দোষী সাব্যস্ত তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিন্‌হা, বাবুল দেবনাথকে দুই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩ ধারায়। অর্থাৎ সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার দায়ে তিনজনকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া ৪৪৭ ধারায় দুই মাসের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। মামলার রায়ের পর সরকারি আইনজীবী কৃষ্ণ মজুমদার জানিয়েছেন, এই মামলায় ২২জন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আদালত সাক্ষ্য বাক্যের বিচারেই তিনজনের সাজা ঘোষণা করে। যদিও তারা আদালতের নির্দেশে জামিন পেয়ে যান। এই ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশও একটি বিবৃতি দিয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের দাবি অনুযায়ী এই মামলার তদন্ত দেখার জন্য বিশেষ তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের এক মাসের মধ্যেই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে হবে।

নামে সামিট, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে অসৌন্দর্যের 'ডেস্টিনেশন'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা-ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাজ্যে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাময় চারটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন ভবনটির ঠিক উল্টোদিকের কয়েক কানি জায়গায় রাজ্যের 'ভিশন' যে তলানিতে তা ফুটে উঠছে। কিভাবে? সৌন্দর্যায়নে। প্রজ্ঞাভবন প্রেক্ষাগৃহটির ঠিক বাইরেই বিশালাকার একটি জমি রুক্ষ্ম অবস্থায় পড়ে আছে। প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে এই প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া ২৫ হাজার টাকা। মাসের অধিকাংশ সময় প্রেক্ষাগৃহটিতে অনুষ্ঠান লেগে থাকে। অথচ মাসে কয়েক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করা পূর্ত দফতরের অধীনস্ত এই হলটির বেহাল দশা দেখলে যে কারোর মন খারাপ হবে। প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে জলের বোতল নেওয়া বারণ, বারণ মঞ্চের মধ্যে বিশেষ শৈল্পিক কারুকার্য করে মঞ্চ সাজানোর মতো বিষয়ও। কিন্তু তার পরেও সমস্ত সরকারি দফতর এই প্রেক্ষাগৃহটিকে দফতরের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করার জন্য বেছে নেন। বহির্রাজ্য, অনেক সময় বহির্দেশ থেকেও অতিথিরা অনুষ্ঠানে এই প্রেক্ষাগৃহে অংশগ্রহণ করতে আসেন। এসেই যেটা দেখেন, সেটা মন খারাপ করার মতো ঘটনা। একটি সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহের বাইরেটাই বাগানহীন। গাছগাছালিহীন। গত কয়েকদিন আগে এই প্রেক্ষাগৃহের বাইরের প্রধান চারটি পিলারকে বিদঘুটেভাবে রাঙিয়েছে শহরের একটি শৈল্পিক গোষ্ঠী। আগে বাম আমলে একতরফা অর্থ লুটে খাওয়া ওই চিত্রশিল্পীদের প্রতিষ্ঠানটির দু'জন 'মাফিয়া শিল্পী' এখন রাম আমলেও লুটেপুটে খাচ্ছে। সেই দুই শিল্পীরা পিলার রাঙিয়ে বহু হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে পূর্ত দফতর থেকে। কিন্তু ওই একই দফতর শহরের অন্যতম প্রধান প্রেক্ষাগৃহের ঠিক উল্টোদিকেই যে বহু গন্ডার জায়গাটি অশৈল্পিকভাবে পড়ে আছে সেদিকে নজর দেয় না। এখন শীতের এই মরসুমে অনায়াসেই উক্ত এলাকাটিতে নানা রঙের ফুল গাছ লাগানো যায়। রেলিং জুড়ে নানা ফলের গাছও লাগানো যায় অনায়াসে। বৃহস্পতিবার বহির্রাজ্য থেকে আসা কয়েকজন অতিথি দফায় দফায় নিজেদের রাজ্যের একেকটি প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে এই প্রেক্ষাগৃহের তুলনা করছিলেন। সকলের বক্তব্য একটাই, অনায়াসেই এই জায়গাটিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায়। তখনই মনে হয়, যেকোনও সুন্দর কাজে একজন দূরদ্রষ্টা দরকার। এই জায়গাটিতে কয়েক হাজার টাকা খরচ করলেই একটি সুন্দর বাগান গড়ে তোলা যায়। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর সরকারের টনক নড়ে কিনা?

চোরকে নিয়ে ফটোশুট থানায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। বোধজংনগর শিল্প কারখানায় চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাবাসাদ করে চুরি করা কিছু সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতের নাম শিবম মল্ল বর্মণ (২৩)। তার বাড়ি বোধজংনগর থানার সুকান্ত পল্লী এলাকায়। বেশ কিছুদিন ধরেই বোধজংনগর শিল্পনগরীতে ব্যাপকভাবে চুরি বেড়েছে। রাজ্যের শিল্পপতিরা এই ঘটনায় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানান। পুলিশের সামনে দিয়েই চুরি করা হয় বলে অভিযোগ তুলেছিলেন শিল্প কারখানার মালিকরা। এমনকি এইসব চুরির ঘটনায় বোধজংনগর থানার ওসি'র সংযোগ থাকারও অভিযোগ উঠে। কারণ থানার গেটের সামনে দিয়েই চুরির সামগ্রী নেওয়া হত। অথচ পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাবাদও করে না। চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত শিবম নামে এক চোরকে আটক করে পুলিশ। তার কাছ থেকে পুলিশ স্ট্যান্ড ফ্যান ছাড়াও কিছু তার, ব্যাটারি, ওজন মাপার যন্ত্র উদ্ধার করেছে। এই চোর পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ। বহুদিন পর এক চোরকে আটক করে বোধজংনগর থানার ওসি থেকে শুরু করে অন্য পুলিশ অফিসাররা রীতিমতো থানার সামনে ফটোশুট সেরে নিয়েছেন। এই ফটোশুট দেখে অবশ্য মুচকি হেসেছেন থানাই কয়েকজন পুলিশকর্মী বলে জানা গেছে। কারণ, এলাকায় বহু মাফিয়া নিয়মিত অপরাধ করে আসছে। কিন্তু তাদের জামার কলার ধরার সাহস পাচ্ছে না থানার পুলিশবাবুরা। অথচ এক চোর ধরে বীরত্ব জাহির করে নিলেন।

শহরে আগুন রহস্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। শহরের লেক চৌমুহনি বাজারের পাশে বড়সড় অগ্নিকাণ্ড। ভেস্টিজ নামে একটি কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পাশে থাকা একটি ফাস্টফুডের দোকানও। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি হয়। দ্বিতল বাড়িতে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পান এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। কিন্তু বিল্ডিংয়ে প্রবেশে মাত্র একটি শাটার ছিল। এটিও বন্ধ। যে কারণে দমকল কর্মীরা কোনওভাবেই বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত শাটার ভেঙেই দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৪০ মিনিটের উপর চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা। আগুনে বিল্ডিংয়ের ভেতর থাকা কসমেটিকসের সামগ্রী পুড়ে গেছে। এই বিল্ডিংয়ের পাশেই একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারও ছিল। এছাড়া আশপাশে বহু ঘর। আগুন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

টিপিএস-এ উন্নীত ৭৮ অফিসার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ।। সাবইন্‌সপেকটর, ডিএসপি'র পর এবার অ্যাডহক পদোন্নতি পেলেন পুলিশ ইন্‌সপেকটর এবং টিএসআর'র সুবেদাররা। মোট ৭৮জনের পদোন্নতির তালিকা বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে রাজ্য প্রশাসন। এরা টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি পেলেন। পদোন্নতির তালিকায় ২৩জন টিএসআর'র সুবেদার। পুলিশ ইন্‌সপেকটর রয়েছেন ৫৫জন। পদোন্নতির তালিকায় চারজন মহিলা ইন্‌সপেকটরও রয়েছেন। টিপিএস গ্রেড টু ডিএসপি অথবা এসডিপিও হিসেবে এবার পদোন্নতি পেলেন পশ্চিম থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার, রানিরবাজারের ওসি সোমেন দাস, ধর্মনগরের ওসি মিলন দত্ত, দেবপ্রসাদ রায়, পূর্ব থানার ওসি সরোজ ভট্টাচার্য, পান্না লাল সেন, সাব্বির আহমেদ, বিজয় সেন, সীমা বিশ্বাস, তৃপ্তি দেবনাথ, শ্যামল দেববর্মা'র মতো অফিসাররা। পদোন্নতিপ্রাপ্ত বেশিরভাগই রাজ্যের বেশ কয়েকটি থানার ওসি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। তারা পদোন্নতি পেয়ে যাওয়ায় খুব শীঘ্র রাজ্যের থানাগুলিতে ওসি স্তরে ব্যাপক রদবদল হতে যাচ্ছে। বর্তমানে যতদিন পর্যন্ত নতুন পোস্টিং না দেওয়া হয় এই অফিসাররা ওসির দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সম্ভবত এই প্রথম রাজ্যের বেশ কিছু থানায় ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসাররা ওসির দায়িত্ব পালন করবেন। ২০১৩ সালের পর ইন্‌সপেকটরদের পদোন্নতি রাজ্যে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। বহু মামলা চলার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে কিছু অফিসারে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ডিসেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক কলেজ পড়ুয়ার বাইক চুরি হয়। উদয়পুর কলেজের ছাত্র সঞ্জু দেববর্মা বাড়ি ফেরার পথে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে খাবারের দোকানে গিয়েছিলেন। তখনই কিছু সময় পর তিনি দোকান থেকে বের হয়ে দেখেন বাইকটি জায়গা মত নেই। এদিক-ওদিকে তল্লাশি চালিয়েও বাইকটির হদিশ মেলেনি। পরবর্তী সময় বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান সঞ্জু দেববর্মা। ওই যুবকের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মনগর এলাকায়। বাইক নিয়ে উদয়পুর কলেজে গিয়েছিলেন সঞ্জু। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দু'জন সহপাঠীর সাথে খাবারের দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই তার বাইকটি নিয়ে যায় চোরের দল। সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি বাইক চুরি হয়েছিল। পরবর্তী সময় পুলিশ চোর চক্রের সাথে জড়িত কয়েকজনকে জালে তোলে। কিন্তু এখনও সব চোর যে জালে ধরা পড়েনি তা এদিনের ঘটনায় তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,০০০

ভরি ঃ ৫৫,০০০

লোক নিয়োগ

Indian Private Security Service-এ সিকিউরিটি গার্ড এর ডিউটির জন্য লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।

Duty Place - আগরতলা লিচুবাগান, শালবাগান এলাকাতে।

— ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 7005325721
9774254675

PSYCHOLOGY TUITION

Psychology tuition with special case of each and every student of class XI-XII. (TBSE and CBSE)
Address - Abhoynagar, Agartala.
Ph. No. 8787597064
(Please feel free to contact, thank you)

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।
Mob - 8416082015

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ
রেজি নং- ১২৭৪, তারিখ ০২.০৩.১৯৮২ ইং
আগরতলা ডেয়ারী, ইন্দ্রনগর-৭৯৯০০৬

নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ-এর সকল সভ্য সমবায় সমিতি সমূহকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র সমিতির কার্যকরী কমিটির নির্বাচন উপলক্ষে **আগামী ৭ই জানুয়ারি, ২০২২ ইং রোজ শুক্রবার বেলা ১১ (এগার) ঘটিকায়** সমিতির ইন্দ্রনগরস্থিত প্রধান কার্যালয়ে এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হইয়াছে।
উক্ত সভায় যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল সভ্য সমবায় সমিতিগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইতি ০৮/১২/২০২১
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
চিফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ
ইন্দ্রনগর, আগরতলা।

বিঃদ্রঃ নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সমিতির (ইউনিয়নের) নোটিশ বোর্ডে দ্রষ্টব্য।

নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

ঃ যোগাযোগ ঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771